www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ৯ আষাঢ় – ১৫ আষাঢ়, ১৪২৪ ঃ ২৪ জুন – ৩০ জুন, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 35, 24 June - 30 June, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কাশ্মীরের অনন্তনাগে লস্কর জঙ্গিদের হামলায়

শহিদ হলেন কাশ্মীর পুলিশের ছয় জওয়ান। লস্কর কমান্ডার জুনেইদকে খতমের পাল্টা হিসাবেই এই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে।

রবিবার : ক্রমশ জটিল হচ্ছে পাহাড়ের পরিস্থিতি। বোমা বারুদের

গন্ধে ঢেকে যাচ্ছে হিমালয়ের ঠান্ডা বাতাস। রণক্ষেত্র পাহাড়ে ৪ জন পাহাড়বাসীর মৃত্যু হল। অভিযোগ শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়ে খুন করেছে চারজনকে।

সোমবার : রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দ

চলে গেলেন ৯৮ বছর বয়সে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মঙ্গলবার : নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহারের

বর্তমান রাজ্যপাল দলিত দরদী রামনাথ কোবিন্দকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করল বিজেপি। কংগ্রেস সহ বিরোধীরা পাল্টা দলিত প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছেন মীরা কুমারের নাম।

বুধবার : অবশেষে গ্রেফতার হলেন কলকাতা হাইকোর্টের

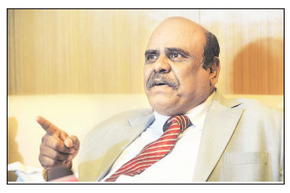

প্রাক্তন বিচারপতি চিন্নাস্বামী কারনান। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাতুর শহর থেকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁকে। কোর্টেও তোলা হয়। তবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আপাতত এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি।

বৃহস্পতিবার : নারদ কান্ডে সিবিআই ডেকে পাঠাল ইকবালের

সহযোগী শাহজাদা মির্জা ওরফে টাইগারকে। তিনিই ম্যাথুকে পরিচয় করিয়ে দেন ইকবালের সঙ্গে। জেরা করা হয় আইপিএস অফিসার এমএসএইচ মির্জাকেও।

শুক্রবার : গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে চিঠি দিয়ে দার্জিলিং পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে দিলেন সিকিমের

মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিঙ। দার্জিলিং পরিস্থিতিতে সিকিমের ভোগান্তির উল্লেখ করে গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের স্বীকৃতি দিয়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি করেন তিনি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

শহরতলিতে সক্রিয় মাদক পাচার

কুনাল মালিক

কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রের খবর

দক্ষিণ শহরতলির ব্রেসব্রিজ, সন্তোষপুর, আকড়া, নুঙ্গি এলাকায় মাদকচক্র আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই মাদক বলতে চোলাই বা গাঁজা নয়, এই মাদক হল হেরোইন, হাসিস, ব্রাউন সুগার সহ নানা দেশি বিদেশি প্রাণঘাতী নেশাদ্রব্য। প্রকাশ্য দিবালোকে আকড়া, সন্তোষপুর রেললাইন এলাকায় ট্রেনের নিত্যযাত্রীরাও স্বচক্ষে দেখছেন কিভাবে যুবকরা নেশায় মশগুল। অনেকেরই প্রশ্ন পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না?

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রের খবর কলকাতার বন্দর এলাকা থেকে গোটা দক্ষিণ শহরতলিতে এই মাদক দ্রব্যের জাল চক্র পরিচালনা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর কয়েকজন মহিলা এই চক্রে জড়িত। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ওই মহিলারা ভদ্রবেশে বিভিন্ন থানা এলাকার এজেন্টদের 'মাল' পৌঁছে দিচ্ছে। অনেক কলেজ ছাত্র-ছাত্রীরাও এই মাদকের নেশায় বুঁদ। বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের পাশাপাশি নিম্ন মধ্যবিত্তদের ছেলে-মেয়েরাও এই মাদকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

সূত্রের খবর ওপার বাংলার মৌলবাদী জঙ্গি জেহাদিরা চোরাপথে এ রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাদক দ্রব্য পাচার করছে। তাদের মূল লক্ষ্য এদেশের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের মেরুদন্ডকে ভেঙে দেওয়া। সূত্রের খবর এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার শাসক দলের কয়েকজন 'কেষ্টবিষ্টু'ও নাকি এই মাদকচক্রের মাথাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। মোটা কমিশনের বিনিময়ে এই সব কেষ্টবিষ্টুরা মাদকচক্রের এজেন্টদের 'নিরাপত্তার' ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সহ রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। সূত্রের খবর মাদক পাচার চক্রের স্লিপার সেল হিসাবে দক্ষিণ শহরতলির বন্দর এলাকাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বর্তমানে রেল ও সড়ক পথেও মাদক পাচার হচ্ছে বলে সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে এব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে বিশেষ বার্তা দিয়েছে।

নির্বাচন আসছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব খুন বাড়ছে

হাওড়া

জয়িতা কুন্ডু : পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই অশান্ত হয়ে উঠছে হাওড়ার গ্রামাঞ্চল। মাত্র এক মাসের মধ্যেই ঘটে গিয়েছে একাধিক খুনের ঘটনা। নেতাকর্মী খুন হয়েছেন। জেলার রাজনৈতিক মহলের অনুমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী দ্বন্দ্বই এই খুনের ঘটনাগুলোর জন্যে দায়ী। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল নেতারা জানিয়েছেন খুনের ঘটনার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীরা। আমতার বসন্তপুরে মাস খানেক আগে দুষ্কৃতীদের একটা দল ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে তাঁকে। এই গ্রামেরই তৃণমূলের আরও এক নেতা ইদ্রিশ জামাদারের বিরুদ্ধে হান্নানকে খুনের অভিযোগ ওঠে। হান্নানের পরিবারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ইদ্রিশ জামাদার সহ সাত জনকে গ্রেফতার করেছে। হান্নানের পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশের অভিযোগ এলাকায় কার প্রাধান্য থাকবে তা নিয়ে হান্নান এবং ইদ্রিশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডা লড়াই চলছিল। এই খুনোখুনির ঘটনা তারই পরিণতি। হাওড়া জেলা তৃণমূল নেতারা এই অভিযোগ মানেন নি। তাঁদের বক্তব্য ইদ্রিশ একজন দুষ্কৃতী। তার সাথে হান্নানের পুরনো শত্রুতা ছিল সেই রাগেই সে খুন করেছে হান্নানকে।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে আমতা ২ ব্লকের ঘোড়াবেড়িয়া গ্রামে। ১৫ জুন দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা শেখ শাজাহান এবং দলের কর্মী শেখ লাল চাঁদ। লাল চাঁদ আবার শাজাহানেরই ভাই। অন্তত ৪০ জন দুষ্কৃতী ওই দিন সকালে বন্দুক এবং চপার দিয়ে দুভাইকে খুন করে। পুলিশ অবশ্য বিলু মল্লিকসহ ১৩ জন দুষ্কৃতীকে ওইদিনই গ্রেফতার করে। পরে ধরা হয় আরও ছয়জনকে। ইমতিরাজ মল্লিক নামে একজনকে পুলিশ খুঁজছে। পুলিশ জানিয়েছে শাজাহান ও লাল চাঁদকে খুনের ঘটনার নাটের গুরু হল এই ইমতিরাজ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ইমতিরাজ এবং বিলু ২০১০ সাল পর্যন্ত শাসকদল তৃণমূলের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। তোলাবাজি করার জন্য পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। পরে জামিন পেয়ে তারা গ্রামে ফিরতে চাইছিল। কিন্তু শাজাহান ও লাল চাঁদ তাদের বাঁধা দিতে গিয়ে খুন হলেন। এই ঘটনার মধ্যেও শাসকদলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ছায়া দেখছেন অনেকে। এই অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেতারা। জেলার রাজনৈতিক মহলের ধারনা বিরোধী দলের অস্তিত্ব না থাকা শাসক দলের নিজেদের মধ্যেই শুরু হয়েছে ক্ষমতার লড়াই। তার জের ছিল আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত।

রেশন কার্ড না দিলেই অত্যাচার অভিযুক্ত স্বঘোষিত তৃণমূল নেতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : রেশনের চাল, গম তুলে দোকানের বাইরে বেরোলেই তা ভয় দেখিয়ে কম দাম দিয়ে নিয়ে নেন বাসন্তীর এক তৃণমূল নেতা। এমন কি ৭০০ জনকে ভয় দেখিয়ে সমস্ত রেশন কার্ড নিজের কাছে রেখে দিয়ে নিজেই রেশনে মাল ধরে তা বাইরে চড়া দামে বিক্রি করে বলে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন অতিষ্ঠ এক ডিলার।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর গরান বোস এলাকার এই ঘটনার জন্য কুতুবউদ্দিন শেখ নামে এক তৃণমূল নেতার নামে বাসন্তী থানায় গত বুধবার অভিযোগ দায়ের করেছেন রেশন ডিলার নুরুল ইসলাম সরদার। পুলিশ অভিযোগটি খতিয়ে দেখছে। যদিও কুতুবুদ্দিন শেখ জানিয়েছে অভিযোগ মিথ্যা।

রেশন ডিলার নুরুলবাবু বলেন— সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যাঁর রেশন কার্ড তিনিই মাল তুলবেন রেশনে। কিন্তু কুতুবউদ্দিন ৭০০ কার্ড নিয়ে একপ্রকার জোরপূর্বক বস্তা বস্তা মাল নিয়ে

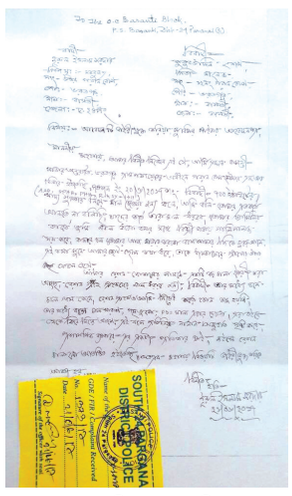

থানায় দেওয়া ডিলারের অভিযোগপত্র

চলে যান। প্রতিবাদ করলে চলে অকথ্য অত্যাচার। প্রতি সপ্তাহে রেশনের মাল বিলি করার সময় অতিষ্ঠ এমনকি মারধরও করে কুতুবউদ্দিন। যার ফলে সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় থানায় অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয়েছি।

অভিযোগ প্রকাশ বিভিন্ন অজুহাত, ভয় দেখিয়ে, ঘর, লোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ৭০০ জন গরিব মানুষের রেশন কার্ড নিজের কাছে রেখে দিয়েছে কুতুবউদ্দিন। সেই সব রেশন কার্ড দেখিয়ে সে নিজেই রেশন ডিলারের কাছে গিয়ে মাল তোলেন বলে এমনটাই অভিযোগ। সাধারণ গ্রাহকরা এর প্রতিবাদ করলে হুমকি এবং মারধর করা হয় বলে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। আবার কেউ যদি আয়লার চাল পায় তাও কুতুবউদ্দিন শেখকে কম দামেই দিতে হয়, না হলে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়।

এ বিষয়ে কুতুবউদ্দিন জানান, অনেক গরিব লোক আছে প্রত্যন্ত গ্রামে খাটাখাটনি করে, রেশন ধরতে গেলে কাজ কামাই হবে। যার জন্য আমি তাদের কার্ড নিয়ে মাল ধরে তাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিই। আবার তারা অনেকেই আমার কাছে বাজার দরে বিক্রি করে দেন। মারধর, হুমকি, জোর পূর্বক মাল নেওয়া এগুলি সবই সাজানো ঘটনা— নুরুল সরদারের।

স্থানীয় তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে কুতুবউদ্দিন শেখ তৃণমূলের কোনও পদাধিকারী ব্যক্তি নন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তিনি নিজেকে গ্রাম কমিটির সভাপতি বলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এলাকায়।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

স্লিম হচ্ছে সিপিএম

ব্রাঞ্চ, লোকাল, জোনাল, জেলা, রাজ্য প্রভৃতি কমিটির ধাপে ধাপে জমা মেদ শ্লথ করে দিয়েছে সিপিএমকে। যখন ক্ষমতা ছিল তখন রাজশক্তির বলে তবু নড়াচড়া থাকলেও ক্ষমতা হারিয়ে এখন একেবারে স্থবির অবস্থা। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পার্টির তাত্ত্বিক বুদ্ধিদীপ্ত নেতারা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেদ ঝরিয়ে স্লিম করতে হবে পার্টিকে। রাজনৈতিক সূত্র জানাচ্ছে এই সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী ব্রাঞ্চ, লোকাল, জোনাল কমিটি ছেঁটে ফেলে হচ্ছে একটি মাত্র এরিয়া কমিটি। এরপর সরাসরি জেলা কমিটি।

এই অস্ত্রোপচারের ফলে সিপিএম হাঁটবে না দৌড়বে তা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয় নিচু তলার ক্যাডাররা। বরং তারা উদ্বিগ্ন তাদের পুনর্বাসন নিয়ে। কারণ নাকি সিদ্ধান্ত হয়েছে মেদ কমাতে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে ছেঁটে দেওয়া হবে নিচু তলার বহু কর্মীকে। এমনিতে বেশ কিছুদিন ধরে নিষ্ক্রিয় ক্যাডারদের বসিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সিপিএম। বাতিল করা হচ্ছে সদস্যপদও। ফলে এলাকায় এলাকায় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে বামেদের। এবার এই মেদ ঝরানোর অপারেশনে পায়ের তলার মাটি পুরোপুরি হারাতে চলেছে একেবারে নিচুতলার ব্রাঞ্চ, লোকাল, জোনালের ক্যাডাররা। স্বভাবতই এরা এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে শুরু করেছেন। এতদিন এলাকায় যারা আদর্শবাদী বাম কর্মী বলে পরিচিত ছিলেন, রাজনৈতিক পরিচয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতেন তারা এখন পুনর্বাসনের খোঁজে বিভিন্ন দলে ভিড়ে রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় ছটফট করছেন। যার প্রতিফলন ইতিমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে। সম্প্রতি গোসাবায় লোকাল কমিটির সদস্য সহ ১০০ কর্মী যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামে গ্রামে বামেদের বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হবে যার কিছুটা পূরণ করবে তৃণমূল। বেশিরভাগ শূন্যতা দখল করবে বিজেপি। শুধু তাই নয় সিপিএমের কর্মকান্ড সীমিত হয়ে যাবে রাজ্যস্তরের আন্দোলনে। জেলায় জেলায় আন্দোলন সংগ্রামের শক্তি প্রায় বিলীন হয়ে যাবে। তবে ফের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারলে এবং পুরনো মুখ বদলালে জোয়ার আসতে পারে সিপিএমে। অবশ্য তা হতে খরচ করতে হবে বেশ অনেকটা সময়। কারণ সিপিএমে বর্তমান সমস্যা হল নতুন মুখের অভাব। খুব শীঘ্রই তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

তছরুপের অভিযোগ উঠল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদিকার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর ব্লকের চন্ডী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদিকা মায়া সিনহা মহাপাত্রের বিরুদ্ধে ৪ লক্ষ টাকার তছরুপের অভিযোগ উঠল। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় যেসব স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে মহিলা পরিচালিত এই গোষ্ঠী ছিল অন্যতম। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ১৬ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার কোনও হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।

রবিবার সকালে চন্ডী পঞ্চায়েত অফিসের সদস্যরা মিলে একটি বৈঠক ডাকেন এবং সেখানে অভিযুক্ত সম্পাদিকাকে আসতে বলেন। কিন্তু বৈঠকের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি উপস্থিত না হওয়ায় তার পদত্যাগ ও শাস্তির দাবিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে পঞ্চায়েত ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান ওই গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যরা।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের অভিযোগ, যেসব পরিবার আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে তারা যাতে সরকারি প্রকল্প থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন, বিভিন্ন সব্জি, চাষবাসের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য বেশ কয়েক বছর আগে এই প্রকল্পটি গড়ে ওঠে। আমতলার ''মমতাময়ী প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি' নামে এই প্রকল্পটি গঠন করে চন্ডী পঞ্চায়েত। এটি ছিল সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ।

চন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তারক মন্ডল বলেন যে, '৪ লক্ষ টাকার হিসাব না পাওয়ার জন্য আমরা তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং তাকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলের সম্পাদিকার পদ থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে। দলের ভিতর যেন কোনও রকম দুর্নীতি না চলে এবং প্রশাসন যাতে পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে এমনই মন্তব্য করলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ। এই প্রসঙ্গে অভিযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদিকা মায়া সিনহা মহাপাত্র বলেন, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, আমি চাই এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক।

বিডিওর সই জাল, গ্রেপ্তার দুই

বীরভূম

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলার নলহাটি -২ ব্লকের বিডিও র সই জাল এবং রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা নকল করে জন্মের প্রশংসাপত্র তৈরি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো দুই যুবককে। ধৃত দুই যুবকের নাম হাসানুর জামান এবং মিঠুন মাল। বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেপ্তার করে নলহাটি থানার পুলিশ। হাসানুর জামান বারা -১ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মেহেবুর আলমের ভাইপো। বাড়ি লোহাপুর গ্রামে। মিঠুন মালের বাড়ি মুস্তফাডাঙ্গা গ্রামে। মিঠুনের শুধু জন্ম প্রশংসাপত্র নয় – মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক,স্নাতক নকল প্রশাংসাপত্র বিক্রির গ্রুপ আছে। ১৫ জুন ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে চারদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

নেতাজি রহস্যের শৌলমারী আশ্রম বিপন্ন

ফালাকাটা থেকে ফিরে জয়ন্ত চৌধুরী

কোচবিহার জেলার ফালাকাটায় একদা প্রায় ৯০০ বিঘা জমিতে ষাট ও সত্তরের দশকে গড়ে ওঠা শৌলমারী আশ্রম সারা ভারতে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মিল খুঁজে পাওয়ার কারণেই সারা ভারত সেসময় উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আজাদহিন্দ ফৌজের গুরুবক্স সিং, প্রিতম সিং, বসু বাড়ির দ্বিজেন বোস, নেতাজি ঘনিষ্ঠ উত্তমচাঁদ মালহোত্রা সহ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ারসের মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত, ক্যাপ্টেন বিশ্বজিত দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্ব রহস্যময় শৌলমারী আশ্রমে নেতাজির সঙ্গে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তা প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত নেতাজি সম্পর্কিত কিছু গোপন ফাইলে সারদানন্দজীর ওপর নজরদারির লক্ষ্যে আইবি টিম পাঠানো হয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। যদিও সারদানন্দজী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ টিম মেম্বাররা জানিয়েছিলেন তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নন।

সেই শৌলমারী আশ্রম আজ বিপন্ন শুধুমাত্র গ্রামীণ গোষ্ঠী রাজনীতির কারণে। বর্তমান প্রজন্মের লোকজন যাঁদের বাবা কাকারা সারদানন্দজীর অনুপ্রেরণায় জমিজমা সর্বস্ব দিয়ে আশ্রম সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন তাঁরাই এগিয়ে এসেছেন শৌলমারী আশ্রম রক্ষা করতে। রাজনীতির রঙ বিচার না করেই তাঁরা স্বেচ্ছাশ্রমে সারদানন্দজীর আশ্রম কুঠির ও সংলগ্ন প্রাঙ্গন বৃক্ষ রোপণ ও সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রশংসনীয় এই কাজে দল মত নির্বিশেষে সবার সমর্থন থাকলেও অভিযোগ উঠেছে মাত্র দুটি পরিবার এই কাজের অন্তরায় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে শৌলমারী আশ্রম আগের তুলনায় অনেক ছোট হয়ে এসেছে। চারিদিকে বাড়ি ঘর গড়ে উঠেছে। কিন্তু সারদানন্দজীর কুঠিরের নিকটবর্তী রাস্তাটি বেদখল হওয়ার উপক্রম হয়েছে হরিপদ মিত্র, নকুল ভৌমিক ও তাঁর ভাইপো বাপি ভৌমিকের বদান্যতায়। অভিযোগ উঠেছে তাঁরা বাধা দিচ্ছেন শৌলমারী আশ্রমের কুঠির সংলগ্ন প্রবেশ পথে সীমানা তোলার ক্ষেত্রে। এঁরা প্রত্যেকেই বর্তমান শাসক দল ঘনিষ্ঠ। কয়েক মাস আগে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা বর্তমান আশ্রমের উন্নয়নকল্পে জড়িত সদস্যদের ওপর চড়াও হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান বনমন্ত্রী বিনয় বর্মনের এলাকায় এই আশ্রম। টেলিফোনে প্রতিবেদক মন্ত্রীকে আশ্রম বিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি খোঁজ নেবেন বলে জানান। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সময়ে

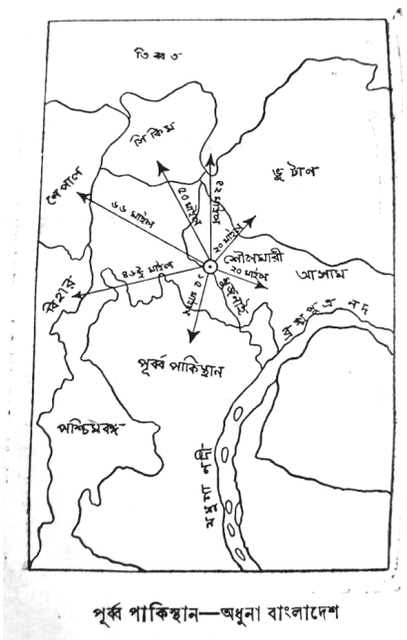

পূর্ব পাকিস্তান—অধুনা বাংলাদেশ

চারটি আন্তর্জাতিক সীমানার কাছে গড়ে উঠেছিল এই রহস্যময় আশ্রম

জানা গেছে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি এখনও উল্লেখিত ভৌমিক পরিবার যে সুদৃশ্য বাড়ি তৈরি করেছেন তার পাশেই একাধিক ভাঙা গাড়ি, ক্রেন ইত্যাদি জড় করে আশ্রমের জায়গা দখল করে রেখেছে। আশ্রমের সুরক্ষা ও সীমানার স্থায়ীত্ব রক্ষায় একদা হরিপদ মিত্রর সভাপতিত্বে এক বছর আগেও মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছিল। সেই মিত্র মহাশয়ও এখন নিজের সিদ্ধান্তরই বিরোধিতা করছেন বলে এলাকা সূত্রের খবর। আশ্রমের বর্তমান সভাপতি ৯০ বছরের বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ রজতকান্ত ভদ্র প্রতিবেদককে জানান যে, স্বামী সারদানন্দজীকে তাঁরা নেতাজি মনে না করলেও তিনি যে অতি উচ্চকোটির যোগী সাধক ছিলেন তা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর লেখা বই ইত্যাদি ইতিহাসের স্বার্থেই সংরক্ষণ করা জরুরি। দেরাদুন নিবাসী নীহার শর্মা যিনি একদা ছোটোবেলায় সারদানন্দজীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনিও উত্তরবঙ্গের এই আশ্রমের মঙ্গলের জন্য বনমন্ত্রী এবং স্থানীয় হরিপদ মিত্রর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মিত্র মহাশয় সাক্ষাত করতেই রাজি হননি। উল্লেখ্য, যার বাবা দীনবন্ধু দত্ত বহু জমি আশ্রমে দান করেছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

নেতাজি ভক্তদের উপর পুলিশের লাঠি

কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাজির মৃত্যুদিন ঘোষণার প্রতিবাদে কোচবিহারে আজাদহিন্দ স্বেচ্ছাসৈনিক পরিষদের উদ্যোগে গত ২৩ জুন শুক্রবার একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। পুলিশের অনুমতি না থাকায় পরিষদের সদ্যদের উপর লাঠি চার্জ শুরু হয় এবং ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে যায়। নেতাজির ছবি সহ পরিষদের সদস্যরা ওই দিন এক পদযাত্রার আয়োজন করে। দাবি ছিল তথ্য আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের জানানো মৃত্যু দিন প্রত্যাহার করতে হবে। নইলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন করবে। শতাধিক পরিষদ সদস্য গ্রেফতার হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানান বরুণ মন্ডল।

নেতাজির 'মৃত্যু' রহস্য উদ্ঘাটনে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাজ্য জুড়ে আন্দোলন করে আসছে। খোদ কলকাতার বুকেও বহুবার এই আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। কিন্তু কোনও দিন নেতাজি ভক্তদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ বা অপ্রিতিকর কোনও ঘটনা এযাবৎ ঘটেনি। সেক্ষেত্রে কোচবিহারের ঘটনা এ রাজ্যে প্রথম। সকলেই তাকিয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার দিকে।

কলকাতায় বৃষ্টি এল ঝেঁপে, কারেকশনের নামগন্ধ নেই বাজারে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

মোট্টে কারেশকনের নাম গন্ধ নেই ভারতের শেয়ার বাজারে। যেই একটু পড়ে স্বাভাবিক নিয়মে গেল গেল রব তোলেন এক দল লগ্নিকারী। কিন্তু কার্যত তাঁদের মুখে ছাই দিয়ে ফের ঘুরে যায় সূচকের অভিমুখ। বলাবাহুল্য তা থাকে ওপরের দিকে। এভাবেই গত ৫ মাস ধরে ব্যাটিং করে যাচ্ছে নিফটি ও সেনসেক্স বাবাজীবন। কখনও ধুন্ধুমার ইনিংস খেলে স্লগে রান তুলছে, আবার কখনও সিঙ্গলস খেলে উতরে দিচ্ছে বাজারকে। ফলে হচ্ছেটা কী, দু–দুবার পিঠটান দিয়েও সূচক ছুটছে নয়া গন্তব্যের দিকে। আগেরবারের ঘটনাটা মাস খানেক আগের। ৯৫২৫ ছুঁয়ে আসা নিফটি সেঁধিয়ে গিয়েছিল ৯৩৫০ –র কাছেপিঠে, যথারীতি বেয়ারদের হাঁকডাক আর বুলদের লাফালাফি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেশি সময় নেয়নি বাজারের মোড় ঘুরতে। আগের উচ্চতা ৯৫২৫ কে অতিক্রম তো করেই ছিল নিফটি চলে গিয়েছিল নয়া টপে অর্থাৎ ৯৭০০–র ওপরে। যদিও সেই শিখরে থিতু হতে পারে নি নিফটি। সেখান থেকে ব্যাক গিয়ার দিয়ে ৯৫৫০ এর কাছে চলে আসে সে। ব্যস, ওই পর্যন্তই যেই বেয়াররা সাড়া শব্দ শুরু করতে চলেছেন, ঠিক তখনই নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যায় ভারতের বাজারে। সপ্তাহের প্রাথমিক ট্রেডিংয়ের হাত ধরে আবারও আগের টপের কাছে নিশ্বাস ফেলছে বাজার। সেনসেক্স আবার নিফটি বেচারার আঁতে ঘা দিয়ে নতুন 'হাই' করে বসেছে। আর যায় কোথায় প্রেস্টিজে লেগেছে নিফটি মহারাজের। সেও চাইছে ঠেলেঠুলে ওপরে উঠতে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন ৯৭০০–র ওপর যতক্ষণ না নিফটি ক্লোজ দিতে পারছে ততক্ষণ সে গুড়ে বালি। নচেৎ একটা ছোট ট্রেডিং জোনে থেকে যাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা ভারতের বাজারের। সেক্ষেত্রে ওপরের দিক বা রেজিস্ট্যান্স যদি ৯৭০০ হয় তবে নিশ্চিতভাবে ৯৩০০ থেকে ৯৩৫০ বড় সাপোর্ট। যদিও বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ বলছেন আসল সাপোর্ট লুকিয়ে আছে ৯ হাজারের জায়গায়। বস্তুত গত মার্চে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফলে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয়ের পর থেকে সেই যে নিফটি মহারাজ ৯ হাজারের মগডালে চড়েছে, ব্যস তারপর থেকে টঙে বসেই পা দোলাচ্ছে সে। যথারীতি এই পা দোলানোয় ওলট–পালট হয়ে যাচ্ছে বেয়ারদের যাবতীয় জারিজুরি।

এখানে অবশ্য অন্য একটা কথাও আছে যা সর্বাগ্রে বিচার করতে হবে। সেটা হল নিফটি–সেনসেক্সের এই ফাটাফাটি ইনিংসে ছেদ পড়ছে না ঠিকই, কিন্তু যখন সত্যিকারের যতি চিহ্ন পড়তে শুরু করবে তখন কিন্তু রক্তাক্ত হয়ে উঠবে স্ক্রিনে অন্তর্ভুক্ত বহু শেয়ারই। তাই সাধু সাবধানের মতো বলতে হচ্ছে সতর্কতা আবশ্যিক। শিখরে থাকা বাজারে যতটা পারবেন কেনার মাত্রা কমিয়ে দেবেন। হাতের শেয়ারে যদি কেনা দামের ওপরে থাকে তবে তা বেচে একবার মুনাফা ঘরে তুলে নিতে পারেন। মনে রাখবেন, এই যে দাম দেখছেন তা আপেক্ষিক। ফের নিচের দামে নাগালের মধ্যে এসে যাবে অনেক শেয়ারই। তখন মনের যাবতীয় সাধ মিটিয়ে কেনাকাটা করবেন। মুশকিলটা কী অনেকে মনে করেন, অমুক শেয়ারের দাম এত হয়ে গিয়েছে বা তমুক শেয়ার এতটা বেড়ে গিয়েছে, সুতরাং ঝাঁপিয়ে কিনতে হবে এবার। না হলে বোধহয় আর কোনও দিন আগের দামে ফেরত আসবে না উক্ত শেয়ার। এঁদের ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ বারংবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শেয়ার বাজার। আসল কথা হল ধৈর্য্যের ভীষণ অভাব। এর ফলেই তাড়াহুড়ো করে অনেকেই ওপরের দামে শেয়ার কিনে ফেলেন। আবার দাম পেলেও তা বেচেন না লোভের বশবর্তী হয়ে। ফলে লাভবান তো হনই না, বরং কাঁচকলা চুষতে দেখা যায় তাঁদের। দীর্ঘদিন শেয়ার বাজারের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের পরামর্শ মাছ ধরার সময় যেমন ধৈর্য্য ধরে মাছের ফাতনা গেলার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, ঠিক তেমনই শেয়ার কেনার আগে বা কেনার পর তা যথাক্রমে কেনা বা বেচার জন্য সমপরিমাণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হয়। তবেই গিয়ে দেখা যায় একজন এই বাজার থেকে সত্যিকারের লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। না হলে সবসময় একটা অসন্তুষ্টি ও হা–হুতাশ করেই কাটিয়েদিতে হয় অর্থ বাজারের অভ্যন্তরে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ জুন – ৩০ জুন, ২০১৭

মেষ : স্নেহ, প্রেম–প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষেয় মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানি।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে যোগ রয়েছে।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই–বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি–পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের প্রলভনে পড়বেন না দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রায়পুর এইমসে ৪৭৫ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪৭৫ জন স্টাফ নার্স নেবে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস। নিয়োগ হবে স্টাফ নার্স গ্রেড–টু ও স্টাফ নার্স গ্রেড ওয়ান পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : Admin/Rec./Regular/SN-I & SN-11/2017/AIIMS. RPR.

স্টাফ নার্স গ্রেড–টু : মোট শূন্যপদ ৪০০টি (সাধারণ ২০৫, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ২৯, ওবিসি ১০৬)। এর মধ্যে ১২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নার্সিংয়ে বিএসসি অথবা বিএসসি নার্সিং (পোস্ট–বেসিক) বা সমতুল। বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

স্টাফ নার্স গ্রেড–ওয়ান : মোট শূন্যপদ ৭৫টি (সাধারণ ৩৯, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ২০)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নার্সিংয়ে বিএসসি অথবা বিএসসি নার্সিং (পোস্ট–বেসিক) বা সমতুল। সঙ্গে অন্তত ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্টাফ নার্সিং গ্রেড–টু পদে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ৩১–৭–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

উভয় ক্ষেত্রেই প্রার্থীর নাম ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অথবা ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে নথিভুক্ত থাকতে হবে।

কম্পিউটারে এমএস অফিস, প্রেজেন্টেশন, স্প্রেডশিট–সহ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার।

বয়স তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড–টু পদের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা এবং গ্রেড ওয়ান পদের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়, জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, বেসিক কম্পিউটার নলেজ এবং নার্সিং ইনফমেটিক্স বিষয়ে। অবজেক্টিভ টাইপ, মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে। পরীক্ষার সময়সীমা ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড পাওয়া যাবে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.aiimsraipur.edu.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সময় ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৮০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে সই করা (১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ থেকে ৮০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনে জমা দিতে হবে ১,০০০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর–সহ পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কাজের খবর

কেন্দ্রীয় সরকারে স্টেনোগ্রাফার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত।

কয়েকশো স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড 'সি' ও 'ডি') নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও কার্যালয়ে। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

নির্বাচিতরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যালয়ে নিয়োগ পাবেন।

স্টেনোগ্রাফারস (গ্রেড 'সি' অ্যান্ড 'ডি') এক্সামিনেশন ২০১৭–র মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি স্কিল টেস্টও নেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। গ্রেড 'সি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মিনিটে ১০০টি এবং গ্রেড 'ডি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মিনিটে ৮০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য স্কিল টেস্ট হবে। এক্ষেত্রে ১০ মিনিটের ডিক্টেশন গ্রেড 'সি'–র প্রার্থীদের মিনিটে ৮০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য স্কিল টেস্ট হবে। এক্ষেত্রে ১০ মিনিটের ডিক্টেশন গ্রেড 'সি'–র প্রার্থীদের মিনিটে ১০০টি শব্দ এবং গ্রেড 'ডি'–র প্রার্থীদের মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ডে লিখতে হবে ইংরেজি অথবা হিন্দিতে। শর্টহ্যান্ডে নেওয়া ডিক্টেশন গ্রেড 'সি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ৪০ মিনিটে (হিন্দিতে ৫৫ মিনিটে) এবং গ্রেড 'ডি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে (হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে) কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

দরখাস্তের ১৮ নম্বর কলামে কোন মাধ্যমে (ইংরেজি অথবা হিন্দি) স্কিল টেস্ট দেবেন তা উল্লেখ করবেন।

বয়স : ১–৮–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। বয়সে তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা এই পদের জন্য বিবেচিত হবেন না।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার–ভিত্তিক পরীক্ষা হবে ৪–৭ সেপ্টেম্বর। ২ ঘন্টার পরীক্ষায় (দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪০ মিনিট) থাকবে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও ১০০ নম্বরের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। লিখিত পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে স্কিল টেস্টের জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র (ব্র্যাকেটে সেন্টার কোড) কলকাতা (৪৪১০) ও জলপাইগুড়ি (৪৪০৮)।

অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ssconline.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখারস্ত করা যাবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। দু'টি পার্টে দরখাস্ত করতে হবে— রেজিস্ট্রেশন পার্ট ও অ্যাপ্লিকেশন পার্ট। প্রার্থীদের আগে রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড লিখে সাবমিট করলে অনলাইন দরখাস্তের ফর্ম পাওয়া যাবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (৪–১২ কেবি–র মধ্যে) ও সই (১–১২ কেবি–র মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। তফসিলি, মহিলা, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। অফলাইন বা অনলাইন, উভয় মাধ্যমেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অফলাইনে চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। চালানের প্রিন্ট আউট নিতে হবে ১৫ জুলাই বিকেল ৫টার মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অফলাইনে অর্থাৎ চালানের মাধ্যমে ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ জুলাই। এছাড়া অনলাইনে নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কবি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে। দরখাস্ত পূরণের সময় এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কোড ও সাবজেক্ট কোডের দরকার হবে।

কম্পিউটার–ভিত্তিক পরীক্ষার জন্য ডাকে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে না। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.ssc.nic.in পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়ে ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো সঙ্গে নেবেন।

খুঁটিনাটি তথ্য, প্রয়োজনীয় কোড নম্বর ইত্যাদি পাবেন কমিশনের এই ওয়েবসাইটে : www.ssc.nic.in

নৌবাহিনীতে স্টুয়ার্ড, শেফ, হাইজিনিস্ট

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু স্টুয়ার্ড, শেফ ও হাইজিনিস্ট নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। নিয়োগ হবে ম্যাট্রিক রিক্রুটস ক্যাটেগরিতে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮–র এপ্রিল মাসে। শুধু অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পাশ। সেই সঙ্গে শেফ পদের ক্ষেত্রে আমিষ–নিরামিষ রান্নার কাজ করতে হবে এবং রেশনের হিসাব রাখতে হবে। স্টুয়ার্ডের ক্ষেত্রে ওয়েটার ও হাউসকিপিং স্টাফ হিসেবে অফিসার্স মেসে খাদ্যদ্রব্য–পানীয় সরবরাহ করতে হবে। খাবারের মেনু তৈরি ও গুদামের হিসাব রাখার কাজও করতে হবে। হাইজিনিস্টের ক্ষেত্রে টয়লেট পরিষ্কার রাখার কাজ করতে হবে।

জন্মতারিখ : ১–৪–১৯৯৭ থেকে ৩১–৩–২০০১–এর মধ্যে হতে হবে। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫৭ সেমি। উপজাতিভুক্ত প্রার্থীরা নিময়ানুসারে ছাড় পেতে পারেন। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি পর্যন্ত ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : শেফ ও স্টুয়ার্ড পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৩৬, চশমা–সহ ভালো চোখে ৬/৯, খারাপ চোখে ৬/১২। হাইজিনিস্ট পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬০, চশমা–সহ ভালো চোখে ৬/৯, খারাপ চোখে ৬/২৪।

ট্রেনিং শুরু হবে আইএনএস চিলকায়। ১৫ সপ্তাহের বেসিক ট্রেনিং। তারপর প্রফেশনাল ট্রেনিং হবে বিভিন্ন ন্যাভাল ট্রেনিং এস্টাবলিশমেন্টে। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে ১৪,৬০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ২১,৭০০–৪৩,১০০ টাকা। সঙ্গে মিলিটারি সার্ভিস পে ৫,২০০ টাকা। মাস্টার চিফ পেটি অফিসার–ওয়ান র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসে। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল নলেজ, ম্যাথমেটিক্স ও সায়েন্স বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। সময়সীমা ৪৫ মিনিট। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি স্কোয়াট (ওঠ–বোস), ১০টি পুশ–আপ। সবশেষে ডাক্তারি পরীক্ষা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiannavy.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৬ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফটো, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, এনসিসি সার্টিফিকেট (যদি থাকে)–সহ অন্যান্য নথিপত্রের মূল কপি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করুন। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৩৪

১			■	২			৩
	■	■	■		■	■	
৪		৫			■	■	
■	■		■	৬	৭	■	
৮	■	৯	১০	■		■	■
	■	■	১১				১২
	■	■		■	■	■	
১৩				■	১৪		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। গর্ব, জাঁক ২। গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি ৪। বিদ্যালয় ৬। তৈলকার জাতি বা ব্যক্তি ৯। সবারই আছে ১১। বিখ্যাত একটি ফুল ১৩। বর্ষাকালের আরম্ভ ১৪। সমর্থন।

উপর–নীচ

১। অশ্বিনী নক্ষত্র ২। এখানকার 'সূর্যমন্দির' জগৎ প্রসিদ্ধ ৩। ঘষাঘষি ৫। ডাকিনী বা খল–স্বভাবা নারী ৭। বলপূর্বক অপহরণ ৮। '—এর সরু ঠ্যাং' ১০। অনুতাপ, মনঃকষ্ট ১২। রায়তের প্রাপ্য।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩৪

পাশাপাশি : ১। পেশকস ৬। নওয়ালি ৭। প্রকৃতি বাদ ৮। ধ্বংস ১০। তদন্য ১২। বর্ষাবাদল ১৪। যাযাবর ১৫। ফলোদয়।

উপর–নীচ : ২। শকতি ৩। সনদ ৪। বেয়ারিং ৫। অপ্রকৃত ৯। সংলগ্ন ১১। দন্ডযাত্রা ১২। বরফ ১৩। বারুদ।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** — হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** — শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** — কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** — পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** — গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** — দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** — রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** — শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** — অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** — ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

জেলায় জেলায় রমরমা জাল ডাক্তারের

বিপন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

কল্যাণ রায়চৌধুরী ● বারাসত

ভুয়ো ডাক্তারের তালিকায় বৃহস্পতিবার সংযোজিত হল আরও একটি নাম— সুশান্ত কুমার বোস। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত স্টেশন রোডের মুখে অবস্থিত একটি ক্লাবের নীচতলায় ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল 'স্মাইল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ডেন্টাল কেয়ার' নামে একটি দাঁতের ডাক্তারখানা। যার কর্ণধার ছিলেন ভুয়ো চিকিৎসক ডা. সুশান্ত কুমার বোস ওরফে ডা. এস কে বোস। তার সঙ্গে ছিলেন আরও চারজন দাঁতের ডাক্তার। তারা হলেন মেজর জেনারেল ডা. সুশান্ত কারপুন, ডা. আর পি মন্ডল, ডা. সঞ্জীব দাস এবং ডা. রোশনি। এদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সিআইডি'র একটি দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই ক্লিনিকে হানা দিয়ে গ্রেফতার করে কর্ণধার সুশান্ত কুমার বোসকে বলে সিআইডি সূত্রে খবর। এভাবেই গত সপ্তাহে শুক্রবার রাতে এই জেলারই গোবরডাঙা থেকে সিআইডি গ্রেফতার করে সৌমেন দেবনাথ নামে আরও এক জাল ডাক্তারকে। হাবড়ার বাসিন্দা এই ভুয়ো ডাক্তারের নামের পাশে তাক লাগানো ডিগ্রিগুলো হল এমবিবিএস, এমডি, এফআরএসএইচ, এমআরএসএইচ। সব কটি ডিগ্রি–ই জাল বলে সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। সিআইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে এই ভুয়ো চিকিৎসক সৌমেন দেবনাথ বেশ কয়েকটি নার্সিংহোমের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের আমজনতার স্বার্থে কয়েকটি স্বপ্নের প্রকল্প রূপায়িত করেন। যার মধ্যে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। কিন্তু তাঁর সেই সাধের প্রকল্পে কার্য্যত জল ঢেলে দিচ্ছে এক বা একাধিক অসাধু চক্র। একদিকে অসাধু ডাক্তার আর তার পাশাপাশি জাল ডাক্তারের জালিয়াতিতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রায় শিকেয় উঠতে চলেছে। তিনি যতই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করছেন, ততই রাজ্যব্যাপী এই চক্র তাকে বানচাল করার উদ্যোগ নিয়ে চলেছে। রাজ্যে দেড় দু 'লাখে ঢালাও বিকোচ্ছে ডাক্তারি ডিগ্রি। একথা কবুল করেছেন খোদ রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডা. নির্মল মাজি। সম্প্রতি জাল ডাক্তার নিয়ে কাউন্সিলের অবস্থান ও পদক্ষেপগুলির কথা বিস্তারিত জানাতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিল রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল। সেখানে নির্মলবাবু বলেন, 'রাজ্য জুড়ে সাতটি ভুয়ো ইনস্টিটিউট ডাক্তারি প্রশিক্ষণের নামে ডিগ্রি বিক্রি করছে। দেড় থেকে দু'লাখে সেই ডিগ্রি বিক্রি হচ্ছে।' অল্টারনেটিভ মেডিকেল কাউন্সিল নামে একটি ভুয়ো সংস্থার মালিক উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের রমেশ বৈদ্য ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন।

এই সংস্থার কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক থেকে জানা গিয়েছে, প্রায় সাড়ে পাঁচশো জনকে মোটা টাকার বিনিময়ে জাল ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। এই মন্তব্য করেন নির্মলবাবু। তিনি বলেন, 'বিষয়টা আমাদের ও সিআইডি–র নজরে রয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ প্যারামেডিকেল সোসাইটি নামে আরও একটি ভুঁইফোঁড় সংস্থাও নজরে এসেছে। এরাও এমডি ডিগ্রি বিক্রি করছে। ফুলবাগানের এক তথাকথিত 'এমআরসিপি' চিকিৎসকের বিষয়েও অভিযোগ এসেছে। তার ডিগ্রিটা জাল। আরামবাগে ওষুধ বিজ্ঞানের এক চিকিৎসক স্বীকৃত ডিগ্রি ছাড়াই সুগারের চিকিৎসা করছেন বলেও অভিযোগ পেয়েছি।' সূত্রের খবর, এইসব জাল ডাক্তারদের কেউ চলতি ভাষায় কোয়াক, কেউবা ইউনানি, বা আয়ুর্বেদ, আবার কেউ অল্টারনেটিভ মেডিসিন নামে জাল ডিগ্রি নিয়ে এমবিবিএস, এমএস ছাড়াও বিদেশি ডিগ্রি ফলাও করে বোর্ডে টাঙিয়ে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা ভিজিট নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এইসঙ্গে আছে বাংলাদেশি বেশ কিছু ডাক্তারদের দৌরাত্ম্যও। এইসব বাংলাদেশি ডাক্তারদের এদেশের কোনও রেজিস্টেশন নেই। নির্মল মাজি জানান, এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কাউন্সিল এফআইআর করেছে। বিধাননগর কমিশনারেটের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় একটি দক্ষিণ থানায় দুটি অভিযোগ করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর প্রতি নির্মলবাবুর আবেদন, ভুয়ো ডাক্তার সন্দেহ হলেই যেন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানান। পাশাপাশি মডার্ন মেডিসিনের ডাক্তারদের প্রতি তাঁর আবেদন, তারা যেন স্বীকৃত ডাক্তারি ডিগ্রি কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'রাজ্য জুড়ে ক্রশপ্যাথি' চলছে। কোথাও অ্যানাটমি প্রশিক্ষিত ডাক্তার সার্জারি করছেন, আবার কোথাও ফরেনসিকে এমডি চিকিৎসক হার্টের অসুখ দেখছেন। আয়ুর্বেদ, ইউনানির ডাক্তারদের দিয়ে মডার্ন মেডিসিনের আরএমও–র কাজ করানো হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, এদিন ভুয়ো ডাক্তারদের কয়েকজনের সঙ্গে নির্মল মাজি সহ আইএমএ কর্তাদের কয়েকজনের যোগাযোগ নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। নির্মলবাবু বলেন, 'নরেন পান্ডে রাজ্য ইউনানি কাউন্সিলের সহ সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ওঁর সম্পর্কে অভিযোগ পেয়ে তাকে ওই পদ থেকে সরানোর নির্দেশও দিয়েছি। কলকাতা আইএমএ–ও নরেন পান্ডের যোগাযোগ নিয়েও তদন্ত হচ্ছে।' কাউন্সিল সদস্য ডা. ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রাইভেট হাসপাতালের বিমার ক্লেম খতিয়ে দেখতে বিমা সংস্থা নিযুক্ত ডাক্তারদের একাংশের ডিগ্রি নিয়েও সংশয় আছে।'

অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড প্রোটেকশন নামক এক মানবাধিকার সংগঠন–এর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বামনগাছি ব্লকের সেক্রেটারি ডা. আপ্তার বিশ্বাস এক সাক্ষাৎকারে তথাকথিত 'কোয়াক' ডাক্তারদের প্রসঙ্গে বলেন, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে বিভিন্ন শহরতলি এলাকাসহ গ্রামে গঞ্জে স্বীকৃত ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব ছিল। তখন এরাই মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সরকার এখন গ্রামেগঞ্জে এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অবলুপ্ত করতে চাইছে। তবে সরকারি দফতরে এখনও এ নিয়ে দ্বিমত আছে।' তিনি নিজেকে 'আয়ুষ'–এর অধীনের চিকিৎসক বলে দাবি করে বলেন, 'এর অধীনে আয়ুর্বেদ, ইউনানি, যোগা, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি রয়েছে। এরা সরকারি দফতরে নথিভুক্ত যারা, তারা ডাক্তার লিখতে পারেন। এরা অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারদের সমতুল। এরা যেসব কাউন্সিল থেকে পাশ করেন, সেখানে মডার্ন মেডিসিন নিয়ে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ কম। এজন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রক এদের অ্যালোপ্যাথি হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু তারা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে পারবেন কিনা, প্রশ্ন এখানে। আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রক ও মেডিকেল কাউন্সিলের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে।

ফলে এর উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত। প্রশ্ন দ্বিতীয়, দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে–গঞ্জে যে সমস্ত কোয়াক সম্প্রদায়ভুক্তরা প্র্যাকটিস করে আসছিলেন, সরকার তাদের জন্য প্রকল্প ঘোষণা করেছে। যদিও ট্রেনিং–এর জন্য তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিলেও তো আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এদের ভবিষ্যৎ কি? প্রশ্ন তৃতীয়, এই সকল গ্রামীণ ডাক্তারদের মধ্যে কেউ কেউ যারা আধুনিক অ্যালোপ্যাথির কিছু কিছু অ্যাব্রিভিয়েশনকে নকল করে জনগণকে আকর্ষিত করে রোজগার করছেন, তাদের জন্য ব্যবস্থা কি? উপরমহলে এই ধরনের অনেক ডাক্তার আছেন, যারা এই অ্যাব্রিভিয়েশন ব্যবহার করে মানুষকে ভুলপথে পরিচালনা করে অর্থ রোজগার করছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ করা হবে, থেকে যাচ্ছে এ প্রশ্নও। চতুর্থ প্রশ্ন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করেছে, এমবিবিএস–এর পরের স্তরের মর্যাদাসম্পন্ন ডাক্তারি কোর্স চালু করার, যারা বিভিন্ন রুর‌্যাল এবং আরবান এলাকায় প্র্যাকটিস করবেন। তৈরি করা হবে যোগ্যতাসম্পন্ন মেডিকেল অফিসারও। কিন্তু সেই উদ্যোগই–বা আজ কোথায়? পঞ্চম প্রশ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী কোর্স আছে। এই কোর্সগুলি পড়ে অনেকেই সম–পরিমাণ ডাক্তারি করছেন। তাদের সম্পর্কে সরকারের মনোভাব কি? কারণ তাদের কোনও গাইডলাইন নেই। এ ব্যাপারে সরকার নমনীয় হলেও আইএমসি (ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল) নমনীয় নয়।' পাশাপাশি ডা. আপ্তার বিশ্বাসের আবেদন, সরকার এমন পদক্ষেপ করুক যা সার্বিক সহানুভূতি সুলভ চিন্তাভাবনা প্রসূত। যাতে হাজার হাজার মানুষের রুজিরুটিতে টান না পড়ে এবং সাধারণ মানুষও যেন প্রতারিত না হয়। কেননা, বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এতে কোনও সন্দেহ নেই।

কুমিরের গ্রাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা : নদীতে মাছ ধরার সময় কুমিরে নিয়ে গেল এক মৎস্যজীবীকে। অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সকালে বাড়ির পাশের জগদ্দল নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন সহদেব জানা। বেলা দশটা নাগাদ

জোয়ার এসেছিল নদীতে। হঠাৎ সহদেবকে জলের মধ্যে ডুবে যেতে দেখেন পাশের মৎস্যজীবী তাপস বহর। কিন্তু জলে জঙ্গলে বেড়ে ওঠা মধ্য পঞ্চাশের সহদেব যে জলে ডুবে যাবেন না তা নিশ্চিত ছিলেন তাপস। কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারেন সহদেবকে কুমিরে ধরেছেন। এরপর কুমিরে সহদেবের এক পা ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বারবার। পোড়খাওয়া তাপস এরপর কুমির কুমির বলে চিৎকার জুড়ে দেন। সেই চিৎকার শুনে পাশের শ্রীধনগর গ্রাম–সহ আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন বেরিয়ে আসে। ভিড় জমে যায় নদীরপাড়ে। কিন্তু সহদেবকে কোনওভাবে উদ্ধার করা যায় না। এরপর খবর দেওয়া হয় রামগঙ্গা বনদফতরে ও পাথরপ্রতিমা থানায়। দুপুরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বনদফতরের কর্মীরা ও পুলিশকর্মীরা।

দুপুরভর সহদেবকে নিয়ে জলের মধ্যে লুকোচুরি খেলেছে। আর কুমিরকে দেখতে পেয়ে ছুটে বেড়িয়েছে বনদফতর ও পুলিশকর্মীরা। সন্ধে পর্যন্ত খোঁজ নেই মৎস্যজীবীর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত কুমির সহদেবকে নিয়ে লুকোচুরি খেলে। নদীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে ওঠে কুমিরটি। কিন্তু সহদেবের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি সন্ধ্যে পর্যন্ত। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রামগঙ্গা বনদফতরের রেঞ্জার বিমল মাইতি বলেন, 'বনদফতরের কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে আছি। নিখোঁজ মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই নদীতে কুমির আছে।'

ফলতায় ভুয়ো ডাক্তারি কলেজ

মেহেবুব গাজী

সরকার স্বীকৃত মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু আদপে ভুয়ো মেডিক্যাল কলেজ। রীতিমত লিফলেট ছাপিয়ে ও বোর্ড লাগিয়ে গত দেড় বছর ধরে দক্ষিণ শহরতলির ফলতার সহরারহাটে চলছে বেঙ্গল বায়োকেমিক্যাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল।' লিফলেটে ফলাও করে লেখা হয়েছে সরকারি স্বীকৃতির কথা। বোর্ড থেকে মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি চলছে। কলেজটি ভারত সেবক সমাজ (বিএসএস), ন্যাশানাল ডেভলেপমেন্ট এজেন্সি, প্রমোটেড বাই গভঃ অফ্ ইন্ডিয়া' অনুমোদিত। প্রথম বছরে ১৩ জন পড়ুয়াও ভর্তি হয়েছেন। তাঁরা এখানে নিয়মিত ক্লাসও করেন। ৩ বছর শেষে এখান থেকে পাশ করলেই হয়ে যাবেন পুরোদস্তুর ডাক্তার।

লিফলেট থেকে জানা গেল, এখানে পড়ানো হয় মেডিসিন, আয়ুর্বেদ, অ্যালোপ্যাথি, কমিউনিটি মেডিসিনের ডিপ্লোমা। উচ্চমাধ্যমিক পাশ যোগ্যতায় এখানে ভর্তি হওয়া যায়। এখানে পড়ার খরচ বছরে প্রায় ২২ হাজার। সহরারহাট ছাড়াও এই কলেজের একটি শাখা আছে হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে। ইতিমধ্যে কলেজটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে উলুবেড়িয়া থানা। ছাত্রভর্তি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সহরারহাটে কলেজেও। তবে বুধবার ওই কলেজে গিয়ে দেখা গেল পড়ুয়াদের নিয়ে ক্লাস চলছে রীতিমতো। কিন্তু এই মেডিক্যাল কলেজ যে পুরোপুরি বেআইনি তা মানতে রাজি নন এই কলেজের প্রধান অভিষেক কয়াল। ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ ব্যানার্জি বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের থেকে বিষয়টি জানার পর বলেন, খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এভাবে ডাক্তারি পড়ানো যায় না।'

রাজ্যের এই ২ মেডিক্যাল কলেজের প্রধান অভিষেক কয়ালের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়। তিনি এই কলেজকে ভুয়ো বলতে নারাজ। তিনি ফোনে বলেন, আমাদের কলেজের অনুমোদন দিয়েছে ভারত সরকারের একটি সংস্থা। আমাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৭০২৪। দেশের ওই কলেজের মত আমাদের এই কলেজ। উলুবেড়িয়া পুলিশ আমাদের নথি জমা দিতে বলেছে। আপাতত ছাত্র ভর্তি বন্ধ আছে।'

সোনারপুরেও জাল ডাক্তার

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

ফের জাল ডাক্তার ধরা পড়ল সোনারপুরে। রাধানগরের পর এবার পঞ্চায়েত এলাকায় খুদিরাবাদ বাজারের কাছে মেসার্স বাবা লোকনাথ ফার্মেসি ওষুধের দোকানে গত ১৫ বছর ধরে রোগী দেখতো ডাক্তার সুব্রত সর্দার (৪০)। এলাকায় তিনি তপন নামে পরিচিত। গত ২০ জুন চিন্ময় মন্ডল ও তার এক বন্ধুকে নিয়ে সুব্রতবাবুর কাছে আসে চিকিৎসা করার জন্য। চিন্ময়বাবুকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লিখে দেয় ডাক্তার সুব্রত। কিন্তু সেই প্রেসক্রিপশনে তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর না দেওয়াতে চিন্ময়বাবু বলেন আপনাকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হবে। শুরু হল বিবাদ। লিখতে অস্বীকার করে ডাক্তার। ২০ জুন সোনারপুর থানায় চিন্ময়বাবু অভিযাগ করেন ডাক্তারের বিরুদ্ধে।

ভুয়ো ডাক্তার সুব্রত ও তার ওষুধের দোকানের ড্রাগ লাইসেন্স, বেবি ফুড, স্টকের কোনও কাগজ পাওয়া যায়নি। সমস্ত কাগজপত্র সুভাষগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখায় চিকিৎসকদের।

তিনি যে সম্পূর্ণ ভুয়ো তা প্রমাণিত হয়। সবশেষে ভুয়ো ডাক্তারকে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। বারুইপুর আদালতে তোলা হলে ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

গ্রেপ্তার ভুয়ো চিকিৎসক বীরভূমে

অভিক মিত্র

বীরভূম জেলার গোয়ালগ্রামে গ্রেপ্তার এক ভুয়ো চিকিৎসক। ধৃতের নাম চন্দন চক্রবর্তী। হুগলির বাসিন্দা চন্দন নিজেকে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে মল্লারপুরের গোয়ালাগ্রামে ঘুরছিলো। পূর্বপাড়া শান্তি সঘঙে ক্যাম্প করে চিকিৎসা করছিলো চন্দন। তার দুই সাগরেদ তারজন্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আগে থেকে হলুদ রঙের কুপন দিয়ে ৩০ টাকা নিয়ে নাম নথিভুক্ত করছিলো। রোগী দেখার সময় সন্দেহ হওয়ার সময় কাগজপত্র দেখতে চায় গ্রামবাসীরা। তখনই ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ে । চন্দন সহ তার দুই সাগরেদকে ঘরে তালা মেরে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে ভুয়ো চিকিৎসক চন্দন চক্রবর্তী, দুই সাগরেদ – ওয়াইদুল হক, মহসীন হাসানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মহানগরে

নিকাশি নালার পলিমাটি তোলায় ডিসিল্টিং মেশিন এখনও টেন্ডারের পর্যায়

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : গত ১২ জুন সোমবার সমুদ্র সৈকত দিঘা হয়ে রাজ্যে ঢুকে সোজা উত্তরবঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিল মৌসুমী বায়ু। আবহবিদেরা জানাচ্ছেন, তার পাঁচ দিনের মাথায় শুক্রবার ১৬ জুন বর্ষা ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের বাকি এলাকায়। কিন্তু আমজনতার প্রশ্ন, বর্ষা যদি এসেই থাকে, আকাশে মেঘের ঘটা কই? টানা বৃষ্টি তো দূরের কথা, কলকাতার বিভিন্ন এলাকা এবং জেলার অনেক অঞ্চলে বৃষ্টির মুষ্ঠিভিক্ষাও যে মিলছে না। ফলে খাতায়–কলমে বর্ষা ঢুকলেও বৃষ্টি নিয়ে হতাশা কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গে কাটেনি। বৃষ্টি একেবারেই হচ্ছে না, একথা মানতে রাজি নন কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (পূর্বাঞ্চল) সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বর্ষা বলতে যে অঝোর ধারা বৃষ্টি বোঝায়, সেটা হবে কবে? আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশকুমার দাসের ব্যাখ্যা, জুন মাসে সাধারণত দক্ষিণবঙ্গে তেমন বৃষ্টি হয় না। এখানে বর্ষণের প্রকৃত সময় জুলাই ও আগস্ট মাসে। আবহবিজ্ঞানীদের অনেকে অবশ্য বলেছেন, জুন মাসে বর্ষার এমন দুর্দশা আসলে বর্ষার চরিত্র বদলেরই ইঙ্গিত। খাতায়–কলমে জুন মাসে বর্ষা শুরু হলেও ক্রমেই তা পিছিয়ে যায়। বর্ষার চেনা সেই ঝিরঝিরে দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিও তেমন হচ্ছে না। বরং অল্প সময় হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও কোথাও। যেমন গত ১৯ জুন সোমবার সন্ধে ছ'টা থেকে রাত আটটার মধ্যে ৭০ মিলিমিটারের আশেপাশে বৃষ্টি হয়েছিল কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। পরে ভোর পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছিল আরও ২৫–৩০ মিলিমিটার। মৌসম ভবন আলিপুরের হিসেব বলছে ১৬ ঘন্টায় সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ৯৩.৬ মিলিমিটার। সাধারণত কোনও নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড় থাকলেই এমন ভারী বৃষ্টি হয় বর্ষায়। সোমবার তেমন কোনও প্রাকৃতিক অবস্থা বাংলার চৌহদ্দিতে ছিল না।

আর বর্ষার এই প্রথম বৃষ্টিতেই ২০ জুনের বিকেল পর্যন্ত জলমগ্ন থাকে কলকাতা মহানগরের বেশ কিছু এলাকা। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ঘোষণা ২–৩ ঘন্টার বেশি শহরে বর্ষার জল দাঁড়িয়ে থাকবে না। এদিন এই ঘোষণা কার্যকর হল না। তবে নিকাশিতে পুরসংস্থার বেহাল দশা মানতে নারাজ মহানাগরিক। তিনি জানান, বেহালার ১২৩–১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশির জল বেরোনোর তেমন কোনও উন্নত ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। এবার আমরা প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করে ওই ওয়ার্ডগুলির নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করছি। আগামী বর্ষার মধ্যেই সে কাজ শেষ হবে।

এদিকে গত ১৪ জুনের পুর অধিবেশনে পুরসংস্থায় বামফ্রন্টের দলনেত্রী বর্ষীয়ান পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার পুর নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন বর্ষার প্রাক্কালে কলকাতা পুর এলাকা সংলগ্ন খালগুলির বর্তমান অবস্থা কী? উত্তরে তারকবাবু জানান, রাজ্যের সেচ দফতরের অধীনে কলকাতাকে ঘিরে যে কম–বেশি ২৫টি খাল আছে সেগুলির পলি মাটি তোলার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ভাসমান ময়লা তোলার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপরেও যদি কোনও খালে কাজ না হয়ে থাকে তাহলে পুরসংস্থার 'কন্ট্রোল রুমে' খবর দিন। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দূরভাষ নম্বরগুলি হল : ২২৮৬–১২১২/১৩১৩/১৪১৪, ফ্যাক্স নম্বর : ২২৮৬–১৪৪৪, হোয়াটস অ্যাপ নম্বর : ৮৩৩৫৯৮৮৮৮৮। নিকাশি ব্যবস্থায় বর্ষার প্রারম্ভে যন্ত্রচালিত মেশিনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও নূতন মেশিন ক্রয়ের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বরোগুলিতে কী কী মেশিন দেওয়া হয়েছে? রত্নাদেবীর এই অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে তারকবাবু বলেন, কলকাতার ১–১৪৪ প্রতিটি ওয়ার্ডকে একটি 'ম্যানহোল ডিসিল্টিং মেশিন' দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৫৯ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। তা দিয়ে ২৬০টি 'ডিসিল্টিং মেশিন' কেনা হচ্ছে। টেন্ডারের পর্যায় আছে। এখানে কলকাতা বাসীর প্রশ্ন এখনও টেন্ডারের পর্যায় আছে। এখানেই কলকাতাবাসীর প্রশ্ন এখনও টেন্ডারের পর্যায়ে যদি থাকে, তবে কবে মেশিনগুলি হাতে আসবে আর ডিসিল্টিং (নিকাশি নালায় দীর্ঘকাল জমে থাকা পলিমাটি জঞ্জাল সাফ করা) হবে। রত্নাদির বক্তব্য, আশঙ্কা করছি, এবার কলকাতার কিছু কিছু অঞ্চলের ম্যানহোল ডিসিল্টিং না হওয়ার জন্য ভাসবে। 'ম্যানহোল ডিসিল্টিং মেশিন' পাঠিয়েছেন। কিন্তু 'গালিপিঠ' পরিষ্কার হবে কীভাবে মেশিন কোথায়? তারকবাবুর বক্তব্য, মেশিনগুলি ছিল না। তা–ও তো এখন দিচ্ছি। যা আপনারা স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবতে পারতেন না। আপনাদের স্মরণে রাখা উচিত, গত বর্ষায় কী কলকাতা মহানগর ডুবে গিয়েছিল। না ডোবেনি। মধ্য ও উত্তর কলকাতার জল জমার জন্য 'কুখ্যাত' এলাকাগুলিতে বৃষ্টি থামার ঘন্টা তিনেকের মধ্যে জল নেমে যায়। তারকবাবুর বক্তব্য, আমরা কলকাতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমি কলকাতাবাসীকে আশ্বস্ত করছি এবারের বর্ষাতেও কলকাতার বাসিন্দারা ডুববেন না। রত্নার প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক শোভনবাবু বলেন, দোষগুলি ঢাকিবো আর গুণগুলি বলিবো, আর গুণগুলি ঢাকিবো, দোষগুলি বলিবো। এটা ঠিক নয়, মিথ্যে ভাষণ অনেক দিন হল। স্মরণে রাখবেন বৃষ্টি আসবে। কলকাতায় জল জমবে। আর সেই জলটা বের করতে কলকাতাবাসী বুঝতেও পারবেন না।

রাজ্য গৃহপূর্ণ, কলকাতা গৃহশূন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে গৃহহীনতার সমস্যা সমাধানে 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পের চরম সাফল্য ঘটেছে। এই প্রকল্পে একক প্রতি খরচ সমতল এলাকায় ৭০ হাজার টাকা। বর্তমান রাজ্য সরকার স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে লক্ষ্য স্থির করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মাথায় ছাদ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এই ভাবনা নিয়ে চলতি অর্থবর্ষে সারা রাজ্যে আবাসন দফতরের 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পে ৯০ হাজার বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। এদিকে রাজ্য আবাসন দফতর থেকে গৃহীত গত ৩১ মার্চের এক তথ্যসূত্রে দেখা যাচ্ছে গত অর্থবর্ষে অর্থাৎ ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষে কলকাতা মহানগরীতে ৩,০০৫ এককটি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়।

কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় কলকাতাতে এক একক বাড়ি তৈরির কাজ আজও শুরু হয়নি। গত অর্থবর্ষে কেবল কলকাতা মহানগরীর ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে তাই নয়, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরের ক্ষেত্রেও কলকাতা মহানগরীর মতো ঘটনা ঘটেছে। যেখানে ১০০৩ থেকে ৬৫৯৪ এককটি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটি বাড়ি তৈরিরও কাজে হাত পড়েনি। যদিও ওই পাঁচ জেলায় তার আগের দুই অর্থবর্ষে হাজার হাজার একক বাড়ি তৈরি হয়। এদিকে রাজ্য সরকারের ভিশন ২০৩০ সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত গৃহহীনদের জন্য বাড়ি তৈরি করা।

প্রসঙ্গত, এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তিকরণে অর্থনৈতিক যোগ্যতার মাপকাঠি হল, পরিবারের মাসিক আয় সর্বোচ্চ ৬ হাজার বা তার কম হতে হবে।

'থ্রি এস' স্কিম আপাতত স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : 'মন্দ কাজের প্রচারের যে জোর আছে, ভালো কাজের প্রচারের জোর ততোটা নয়।' এ রাজ্যের পূর্বপুরুষদের এই উক্তিটি যে ধ্রুব–সত্য, তা পুনরায় প্রমাণিত হল। আলিপুর বার্তা পত্রিকার চলতি বর্ষের ২৮তম সংখ্যায় (২৯ এপ্রিল–৫ মে, ২০১৭) 'অর্থনিগমের গাফিলতিতে ব্যর্থ থ্রি এস স্কিম' (সেফ সেভিংস স্কিম) সংবাদটিতে যা বলা হয়েছিল তাই ঘটলো মূলত প্রচার সহ প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাবে। আমানতকারীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় লোভনীয় স্কিমটি শেষ চার অর্থবর্ষে তেমন কিছু আমানত সংগ্রহ করতে না পারায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেডে'র চেয়ারম্যান অভিরূপ সরকার বলেন, আমরা আপাতত এই স্কিমটি স্থগিত ঘোষণা করছি। এ বিষয়ে 'ই–সার্কুলার' ও জারি করা হয়েছে। এরই সঙ্গে অভিরূপ জানান, ইতিমধ্যে যে সমস্ত আমানতকারী আমানত (মোট ৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা) জমা করেছেন, সেই সমস্ত আমানতকারীর আমানত ফেরত পেতে কোনও সমস্যা হবে না। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩–য় সারদা কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর আমজনতার সঞ্চয়ের মাথায় সরকারি ছত্রচ্ছায়া জোগাতে স্বহস্তে ওই বছরের ১৬ নভেম্বর 'কিউমেলিটিভ ডিপোজিট স্কিম' সহ এক বছর থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি 'সেভ সেভিংস স্কিম' (ট্রিপল এস) নামে পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন বিত্ত নিগমের মাধ্যমে এই আর্থিক সুরক্ষা স্কিমটি চালু করেন। কিন্তু তিনি যে বারংবার বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের ভালো কাজের প্রচার নেই। এক্ষেত্রেও ঠিক ওনার ওই কথাটাই কার্যকর হল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৪ জুন – ৩০ জুন, ২০১৭

সংরক্ষণ–প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি

সম্প্রতি দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে সেই পুরনো বিতর্ক আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভোট রাজনীতির ঐতিহ্য মেনেই রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা সেই জাতপাতের রাজনীতিকেই আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। রামনাথ কোবিন্দ বনাম মীরা কুমারের আসন্ন রাজনৈতিক লড়াই দেখার জন্য ভারতবাসীকে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদের সম্মান রক্ষার দায় ও দায়িত্ব নিয়ে রাজনীতিকরা চিন্তিত নয় যদিও তাঁরা সংবিধানের নামে শপথ গ্রহণ করে থাকেন।

স্বাধীনতার পরেই সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর ভোট অঙ্ক নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন রাজনীতির বহু বিশ্লেষক নেতানেত্রীরা। প্রতি ১০ বছর করে সংরক্ষণের জাতপাতের জনপ্রিয় রাজনীতির ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি। যা হওয়া উচিত ছিল কেবল মাত্র অর্থনীতির ভিত্তিতে, উচিত ছিল মেধার ভিত্তিতে তার কোনওটাই রক্ষিত হয়নি। দেশ আজও সংরক্ষণের অবৈজ্ঞানিক জয়ঢাক পিটিয়ে পরোক্ষে জাতপাতের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

আধুনিক বিশ্বে সংরক্ষণের এই ফর্মুলা একেবারেই অচল। পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে উচ্চবর্গ কিংবা নিম্নবর্গের ফারাক খোঁজা অর্থহীন। নিম্নমেধার গণতান্ত্রিকরণ ভারতের সার্বিক মেধা বিকাশের পরিপন্থী। দুর্বল শ্রেণির অর্থ কখনওই জাতপাত দিয়ে হতে পারে না। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষই দুর্বল শ্রেণি, তাঁরাই একমাত্র সংখ্যালঘুর তকমা নিয়ে নানান সামাজিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার যোগ্য। বাস্তবে স্রেফ ধর্মীয় কিংবা জন্মগত ভাবে কোনও বিশেষ বিশেষ পদবী হওয়া সুবাদে নির্বিচারে সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। এই নিয়ে একদা দেশজুড়ে ছাত্রসমাজ উত্তাল হয়েছিল। সেই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং–এর আমলের মন্ডল কমিশনের স্মৃতি আজও দেশবাসীর মন থেকে মুছে যায়নি। সময় এসেছে নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাস্তব ভাবনা চিন্তা করার। সর্বদলীয় জাতীয় স্তরের বৈঠক অত্যন্ত জরুরি। আর কতদিন এমন অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের দায়িত্বভার সরকার চালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। যার কুপ্রভাবে ভারতবর্ষের উন্নয়নের গতি অনেক শ্লথ হয়ে গিয়েছে। সংরক্ষণ থাক শুধু এখন মাত্র তাদেরই জন্য যারা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে আছে, নইলে সেই 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'র রাজনীতিতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। সময় এসেছে এই নিয়ে উদার চিন্তাভাবনার। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বাস্তব অনুধাবন করা জরুরি। নইলে ভবিষ্যতে সংরক্ষণের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির ক্ষোভের আগুনে কোনও বড় ভাঙন ভারতীয় সমাজ জীবনকে আঘাত করতে পারে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে, একটা অন্যায় কাজও করিতে পার না।' অবশ্য যে লোকটির কথা বলিতেছি, তাহার মতো তামসিক প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না, আমি তাহার সহিত মজা করিতেছিলাম, কিন্তু আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করিতে হইলে মানুষকে কর্মশীলতার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে।

আলস্য সর্বপ্রকারের ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়াশীলতা অর্থে সর্বদাই 'প্রতিরোধ' বুঝাইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদভাবের প্রতিরোধ কর, যখন তুমি এই কার্যে সফল হইবে, তখন শান্তি আসিবে। এ কথা বলা অতি সহজ যে, 'কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কোন অমঙ্গলের প্রতিকার করিও না', কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার কী অর্থ দাঁড়ায়, তাহা আমরা জানি। যখন সমগ্র সমাজের চক্ষু আমাদের দিকে, তখন আমরা 'অপ্রতিকারের' ভাব দেখাইতে পারি, কিন্তু বাসনা দিবারাত্র দূষিত ক্ষতের ন্যায় আমাদের শরীর ক্ষয় করিতে থাকে। যথার্থ অপ্রতিকার হইতে প্রাণে যে শান্তি আসে, আমরা তাহার একান্ত অভাব অনুভব করি, মনে হয়–প্রতিকার করাই ভাল ছিল। তোমার যদি অর্থের বাসনা থাকে, এবং যদি তুমি জান যে সমগ্র জগৎ ধনলিপ্সু পুরুষকে অসৎ লোক বলিয়া মনে করে, তবে তুমি হয়তো অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু তোমার মন দিবারাত্র অর্থের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে। এরূপ ভাব কপটতা মাত্র, ইহা দ্বারা কোন কার্যসিদ্ধি হয় না। সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, কিছুদিন পরে যখন সংসারে সুখ–দুঃখ যাহা কিছু আছে ভোগ করিয়া শেষ করিবে, তখনই বৈরাগ্য আসিবে–তখনই শান্তি আসিবে। অতএব প্রভুত্ব লাভের বাসনা এবং অন্য যাহা কিছু বাসনা আছে, সবই পূরণ করিয়া লও, এই সকল বাসনা পূর্ণ হইলে পর এমন এক সময় আসিবে, যখন জানিতে পারিবে এগুলি অতি ক্ষুদ্র জিনিস। কিন্তু যতদিন না তোমার বাসনা পূর্ণ হইতেছে, যতদিন না তুমি এই ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়া যাইতেছ, ততদিন তোমার পক্ষে এই আত্মসমর্পণের ও বৈরাগ্যের ভাব লাভ করা অসম্ভব। এই 'প্রশান্তি' সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতে ইহা শুনিয়া আসিতেছে তথাপি ওই অবস্থা লাভ করিয়াছে, এমন লোক জগতে খুব কম দেখিতে পাই। আমি তো অর্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু আমার জীবনে যথার্থ শান্ত ও প্রতিকারচেষ্টাশূন্য কুড়িজন মানুষ দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ।

ফেসবুক বার্তা

অম্বুবাচি মেলা উপলক্ষ্যে কামাক্ষা মন্দির প্রাঙ্গনে চলছে সাধুসঙ্গম

সুসন্তানের জন্ম দেওয়াও এক সাধনা

নির্মল গোস্বামী

আয়ুষ মন্ত্রকের পুস্তিকায় প্রকাশিত উপদেশকে নিয়ে বাংলায় হৈ চৈ এর শেষ নেই। কেউ বলছে ফতোয়া জারি হয়েছে, কেউ বলছে দেশটাকে পিছনে টেনে নিয়ে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি।

যাইহোক এখন দেখা যায় সেই তালিবানী ফতোয়াটা ঠিক কি ছিল। সেটা কতটা অগণতান্ত্রিক। কতটা মধ্যযুগীয়, কতটা অবৈজ্ঞানিক, এবং কতটা সন্ত্রাসতুল্য! কারণ এই বিশেষণগুলিই সরকার–বিরোধী বিভিন্ন দলের নেতানেত্রীদের মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে। সোজা কথা হল যে আয়ুষ মন্ত্রকের পুস্তিকায় গর্ভবতী মায়ের সম্পর্কে কিছু উপদেশাবলি প্রকাশ পেয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে গর্ভবতী মায়েরা যদি গর্ভাবস্থায় মাছ–মাংস মানে আমিষ না খান, যৌনাচার না করেন, সাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনা করেন, উদ্বেগহীন ভাবে জীবন কাটান, সমস্ত রকম কুপ্রভাব থেকে যেন মনকে মুক্ত রাখেন তাহলেই সুসন্তানের জন্ম দিতে পারবেন। এই হচ্ছে তালিবানী ফতোয়া এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও গৈরিক রং ছিটোবার প্রচেষ্টা। এই নিয়েই তর্কাতর্কি। সান্ধ্যকালীন আড্ডায় টিভির পর্দা সরগরম। ডাক্তারদের অভিমত হল যে এই সময় মাংস, ডিম না খেলে সন্তান এবং মায়ের পুষ্টিসাধন হবে না। এই সময় মায়ের শরীরে প্রচুর প্রোটিনের প্রয়োজন। প্রাণীজ প্রোটিন ছাড়া এতো প্রোটিন আসবে কোথা থেকে?

প্রথমেই বলি প্রাণীজ প্রোটিন ছাড়া মানব শরীরের সুষম পুষ্টি সাধন হয় না এই ধারণা ভুল। যারা শরীরের পুষ্টির জন্য প্রাণীজ প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল তাদের উদ্দেশ্যে বলি, তাহলে যেদিন মানব সমাজ শিকারের পিছনে ছোটা ছেড়ে দিয়ে চাষবাস শুরু করল সে দিন তারা চরম ভুল করেছিল। কারণ শিকারের সামগ্রী দিয়ে পেট ভরানো মানে সবটাই প্রোটিন পেত শরীর। আর চাষবাস শেখার ফলে পেটে বেশির ভাগ পড়েছে চাল, গম, শাক, সবজি, ফলমূল— যাতে প্রোটিন প্রায় নেই বললেই চলে। এর ফলে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন হলেও বোধহয় শারীরিক সক্ষমতার অবনমন ঘটেছিল।

যাইহোক বর্তমানে ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই অনেক প্রদেশের মানুষ আমিষ খাননা। রাজস্থানের, গুজরাটের, দক্ষিণ ভারতের উচ্চবর্ণের এবং সমগ্র আর্যাবর্তের উচ্চবর্ণের মানুষরা নিরামিষ আহার করেন। ধর্মের দিকে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, গণপাত্য, শৈব্যরা আমিষ খান না। দেশে বিদেশের কয়েক কোটি ইস্কন ভক্ত, গৌড়ীয় মঠের ভক্ত সৎসঙ্গীরা নিরামিষ ভোজন করেন। তাহলে এইসব সম্প্রদায়ের গর্ভবতী মায়েরা এবং গর্ভস্থ শিশুরা কি অপুষ্টিতে ভোগে? তেমন কোনও পরিসংখ্যান কি মাসাহারীদের কাছে আছে? যদি না থাকে তাহলে বলা যেতে পারে প্রাণীজ প্রোটিন ছাড়াও গর্ভবতী মায়েরা এবং শিশুরা সুস্থ থাকতে পারে। তাহলে আয়ুষের পরামর্শ অবাস্তব নয়। এটা জোর গলায় বলা যেতে

পারে।

আমাদের পর্যবেক্ষণের পরিধি একটু বাড়ালে দেখতে পাব যে, ভারতে নিরামিষ খাদ্যের প্রচলন হয়েছে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে। নিরামিষ খাদ্যের গ্রহণ যোগ্যতা এসেছিল প্রাণী হিংসা না করার মানসিকতা থেকে। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর বাঁচার অধিকার আছে। আমাদের খাবারের থালায় তাদের না রাখলেও আমাদের উদরপূর্তি এবং দেহের পুষ্টি থমকে থাকবে না। উপরন্তু লাভ এই যে যাঁরা প্রাণী হত্যা করে না, তাঁরা সন্ত্রাসবাদী হয়ে ছুরি দিয়ে মানুষের গলা কাটতে পারবে না। তার হাত কাঁপবে। এটা মানব সমাজের লাভ। মানব শরীরের ধর্মই হল শরীরে যা দেবে তাই শরীর গ্রহণ করবে। প্রচলিত বাক্যে আছে শরীরের নাম মহাশয়। যারা বিজ্ঞানের কথা বলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, যদি আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে গুলবাজ না মনে করি তাহলে পাওহারী বাবার কথা বলি। তিনি দিনান্তে দুটো নিম পাতা আর একটা শুকনো লঙ্কা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। এই খাদ্যে কত প্রোটিন, কত ভিটামিন, কত কার্বোহাইড্রেট আছে তা হিসাব কষে বের করতে পারবেন কি বিজ্ঞানীরা? একজন মানুষের বেঁচে থাকার মতো উপযুক্ত খাবার কি? তবুও এ ঘটনা সত্য। যারা বিজ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে চেঁচায় তাঁরা কি গাছের রহস্যটা জানে। যারা নড়তে পারে কথা বলতে পারে না, তারা কি করে মাটির রস থেকে সূর্যের আলো থেকে আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, আপেলের মতো স্বাদু ও রসালো ফল তৈরি করে। কেমন করে বৈচিত্রময় রঙের ও গন্ধের ফুল তৈরি করে গাছ, তার হদিস আজও কী মানুষ পেয়েছে? গাছের মতো বিজ্ঞানী যদি মানুষ না হতে পারে তাহলে কিসের এতো বড়াই?

গর্ভাবস্থায় মায়ের যৌনাচারে লিপ্ত হতে বারণ করাটা নাকি চরম অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, মোরগ–হাঁস, পায়রা এই প্রাণীকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত প্রাণীদের যৌন মিলন হয় বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে। এবং তা সন্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, শুধু মানুষের বেলা কালাকাল, সময়–অসময়ের বিচার নেই। এবং প্রজননকে বাদ রেখেই যথেচ্ছ যৌনাচারে লিপ্ত হয় মানুষ। যেটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ। নারী পুরুষের শরীরে ডিম্বাণু শুক্রাণুর জন্ম হলেই মিলন আকাঙ্খা জাগে। একেই বলে সৃষ্টির আহ্বানে সাড়া দেওয়া। যেখানে গর্ভে একটা প্রাণী পালিত হচ্ছে সেখানে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় না সেখানে মিলনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম সিদ্ধ কাজ। এটা অবৈজ্ঞানিক কথা হবে কোন যুক্তিতে?

সংযম মানুষকে পরিশুদ্ধ করে সে যে কোন বিষয়েই হোক না কেন? আহার সংযম, বাক সংযম, সেই সঙ্গে যৌন সংযমেরও অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তা না হলে কী হয়? হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমরা। নিজের বাবা সৎ বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে। দাদু নাবালিকা নাতনিকে গর্ভবতী করে দিচ্ছে। স্বামীকে বেঁধে তার সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করছে। মায়ের সামনে মেয়েকে, মেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণ করছে। কারা তারা? তারা আমাদেরই সমাজেই বাস করে। আমাদের চেনা মুখ। এরা সেই সব মা–বাবার সন্তান যারা জন্মসূত্রে এই গুণাবলি অর্জন করেছে। বিজ্ঞানই প্রমাণ করেছে যে মা বাবার জিনের মাধ্যমে গুণাবলী বা চরিত্র সন্তান–সন্ততির চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। ফলে যারা এতো কামুক, যে গর্ভবতীকেও রেহাই দেয় না বা নারী গর্ভবতী অবস্থায় সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার বাসনা করে তাদের সেই কাম সর্বস্ব মানসিকতা তো ছেলে মেয়েদের চরিত্রে প্রতিফলিত হবেই। তার ফলই আমরা ভোগ করছি আজ ঘরে বাইরে। মানুষের চরিত্র পরিশুদ্ধ করার, মানসিকতাকে পরিবর্তন করার কোনও বিজ্ঞান যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন তার জন্য ধর্মীয় বা প্রথাগত বিধি নিষেধের উপরই ভরসা করতে হবে।

এভাবেও বলা যায় যে আমরা যত মহাপুরুষদের জানি তাঁদের জননীরা সকলেই ছিলেন স্বাধীন, সৎ, দয়াবতী, ধর্মপ্রাণা। বিদ্যাসাগরের জননী ঠাকুর রামকৃষ্ণের জনক–জননী, বিবেকানন্দের জননী, সুভাষচন্দ্রের জননী এরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন মহীয়সী নারী। তাই তাঁদের রত্নগর্ভা বলা হয়। তাঁরা এক একটি রত্নের জন্ম দিয়েছিলেন। শেষ করবো বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতার কয়টি পংক্তি দিয়ে—

''দেড় শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—
কয়জন পিতা–মাতা বল হয়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্র কন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎ–সতী?
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান লাভ তরে?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুরে জন্মে ম'রে?
সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা তবুও গর্ব কত।''

কবি বোধহয় আগামী দিনের আগত সংকেতকে বুঝতে পেরে ছিলেন তাই সাবধান করে ছিলেন। কিন্তু আমাদের রাজনীতি এমনই যে প্রাচীন ভারতের যা কিছু ভালো তার উল্লেখ করলেই রাজনীতি দূষিত হয়ে যায়। তা সবই বিজেপি মার্কা, গেরুয়া করণের নামান্তর হয়ে যায়। তাই তো বর্জনীয় হয়ে ওঠে কোনও যুক্তি বিচার না করেই। রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন আয়ুষ মন্ত্রকের উপদেশ খুব কী ক্ষতিকর সমাজের পক্ষে? বিচার মানুষই করবে।

সাড়ম্বরে পালিত বিশ্ব যোগ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : সাড়ম্বরে পালিত হল বিশ্ব যোগ দিবস। কাকদ্বীপ মহকুমার প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এদিন ভোর ৬টায় প্রভাতফেরি করা হয়। পরে যোগ চর্চার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের প্রদর্শনী করা হয়। দক্ষিণ সুন্দরবনের প্রাণকেন্দ্র কাকদ্বীপ শহরে মানুষজনের সুস্থ শরীর ও সুন্দর মন রক্ষার ব্রত নিয়ে কাকদ্বীপে রিক্রিয়েশন ক্লাব বিগত ৩০–৩৫ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যোগ ব্যায়াম ও প্রাণায়াম এর প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়ে আসছে। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ শিবির নয় বছরে বিভিন্ন সময় শিশু স্বাস্থ্য উৎসবমূলক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। গত ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস হিসাবে পালিত হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই দিনটি সারা বিশ্ববাসীর কাছে

তাৎপর্যময়। এদিন কাকদ্বীপ রিক্রিয়েশান ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা করে সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির পর্যন্ত। সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী সারিবদ্ধভাবে যোগব্যায়াম করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা যোগ ওয়েলফেয়ার ও স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। এদিন উপস্থিত ছিল সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন, এছাড়া ছিল কাকদ্বীপ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি বরুণ বৈদ্য, সম্পাদক অলকেশ ঘরামি, সংস্কৃতি সম্পাদক রঞ্জিত বালা।

এদিন যোগ প্রশিক্ষক হারুপদ দাস বলেন ''যোগের মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখা যায়, মনের একাগ্রতা বাড়ানোর জন্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর যোগব্যায়াম দরকার। এছাড়া আমরা যোগের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বকে জয় করতে পারব এবং হিংসামূলক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকতে পারব। যোগ আমাদের একটি আত্মনিহিত গ্রন্থ, তাই আসুন সবাই মিলে এই যোগকে আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে চলি।

জনতা দলের (ইউনাইটেড) জনজাগরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনতা দল (ইউনাইটেড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির জন জাগরণ কর্মসূচির প্রচার সভা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর এবং পাইকোরে অনুষ্ঠিত হয়। বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর এবং পাইকোরে অনুষ্ঠিত হয় ''সম্পূর্ণ মদমুক্ত বাংলা গঠন'' কৃষকদের ফসলের নূনতম সহায়ক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দাম কমান মহিলাদের ৩৫ শতাংশ সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণসহ নয় দফা দাবিতে এই প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রচার সভায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার সহ সভাপতি বাপি খাঁ ছাড়াও জয়ন্ত দাস, খোকন দাস, রাজ্য নেতা কানাই হালদার, ক্যানিং বিধানসভার সভাপতি এবং রাজ্য কনভেনর অশোক দাস উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও পাইকোর এবং মল্লারপুর (ময়ূরেশ্ব) বীরভূম জেলাতেও অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সভায় বীরভূম জেলা জনতা দল (ইউ) এর সভাপতি দুখ রাউত, সাধারণ সম্পাদক, রেজাউল করিম, অমরজিৎ ফুলমালী, মানিক দাস, নাজির হোসেন, যুবনেতা হান্নান শেখ, সাজারুল সেখ, বিরজু মুমু সিরজাকির সহ রাজ্য কনভেনর অশোক দাস উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গে সিলিগুড়িতে রানিডাঙা সেক্টরের তিস্তা স্টেডিয়ামে বিশ্ব যোগদিবস দিবস উপলক্ষ্যে যোগাসনে শামিল রাষ্ট্রীয় সীমা সুরক্ষা বলের জওয়ান ও আধিকারিকরা (উপরে)। নিচে হাওড়ার মৌরিগ্রামে আয়ুষ মন্ত্রকের সহযোগিতায় আইআর আইআইএম ক্যাম্পাসে তৃতীয় বিশ্ব যোগদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত যোগ শিবিরে গত ২১ জুন হাজির ছিলেন অর্থ ও বাণিজ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল (মাঝখানে)। ছবি : পিআইপি

পাঠকের কলমে

রাত গড়ালে বাস উধাও

একসময় শ্যামবাজার থেকে হাওড়া বাগনান গামী বাসে চেপেই বাগনানের বাড়িতে ফিরতেন সিরাজুল শেখ, রবিন পাল, শেখ সিরাজ, শিবনাথ গায়েনরা। কিন্তু এখন আর ভুলেও এই রাস্তা পার হন না। এখন বরানগর থেকে বাস ধরে হাওড়া, পরে বাগনানের বাস ধরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এসে সময় টাকা দুটোরই অপচয় হলেও বাড়িতে ফেরার একটা সুযোগ থাকে বলে জানান তারা। কেন শ্যামবাজার বাগনান রুটের বাস ধরা হয় না জিজ্ঞাসা করতেই রবিন, সিরাজুলের ক্ষোভ এক নিশ্বাসে কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তারা বলেন এখন বাগনান রুটের বাসের টিকিট পরীক্ষক, চালকের লেজ মোটা হয়ে গিয়েছে। তাই রাত আটটার পরে বাস বাগনান পর্যন্ত না গিয়ে রাতেই বালিহল্ট, রাজচন্দ্রপুরেই রুটের ইতি টেনে দেওয়া হয়। ফলে অল্পবিস্তর হলেও বাগনানের যাত্রীরা পড়েন মহা সমস্যায়। এত রাতে বাগনানের বাড়িতে যাওয়ার কোনও ট্রেন–বাস না থাকার কারণে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই বরানগর টবিন রোড, অনন্যা, ডানলপ থেকে হাওড়া গামী বাস ধরতে বাধ্য হন যাত্রীরা। এতে সময় টাকা সব কিছুই নষ্ট বলে ক্ষোভ উগরে দেন শেখর দাস, উত্তম নায়েক সহ একাধিক বাগনানের বাসিন্দারা। এরই যথার্থ প্রমাণ পাওয়া গেল ডানলপেই। রাত আটটার সময় শ্যামবাজার থেকে বাগনানে যাওয়ার একটি বাস আসা মাত্রই দুই যাত্রী ধরফড়িয়ে উঠে পড়লেন বাসটিতে। বাসের কনডাক্টর তাদের দু–জনকেই জিজ্ঞেস করেন কোথায় যাবেন? উত্তরে যাত্রী দুজন বলেন তারা বাগনান যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে বাগনান যাবে না বলে তাদের দুজনকেই বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় বাসটি রাজচন্দ্রপুর পর্যন্ত যাবে বলে। একরাশ ক্ষোভ নিয়ে দুই যাত্রী নেমে যান বাস থেকে। কেন বাগনানে বাস যাবে না জিজ্ঞেস করতেই বাসের কনডাক্টর বলেন এত রাতে আর ওই রুটে যাত্রী পাওয়া যাবে না। তাই দূরবর্তী রাস্তায় ফাঁকা বাস নিয়ে গেলে আমাদের পোষাবে না। কিন্তু যারা যাবেন বাগনানের উদ্দেশ্যে তাদের কি হবে জিজ্ঞাসা করলে কনডাক্টরের চটজলদি জবাব, কেন শেষ বাসে যাবেন। রাতের শেষ বাস তো বাগনান পর্যন্ত যাবেই খুব সহজে কথাগুলি বলেন। কেবলমাত্র বাগনানই নয়, একই হাল নিউটাউন–রাজচন্দ্রপুরের বাসেও। সবে মাত্র রাত সাড়ে আটটা, এরই মধ্যে বাসের সহকারী, চালক ঠিক করে ফেলেছেন নিজেদের ইচ্ছে মতো বাস আর রাজচন্দ্রপুরে যাবে না, যাবে বালিহল্ট পর্যন্ত। অথচ বাসের সামনে লেখা রয়েছে বড় বড় হরফে নিউটাউন–রাজচন্দ্রপুর শব্দটি। কেন রাজচন্দ্রপুরে যাবে না জিজ্ঞেস করেও এর কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। শেষমেশ বালিহল্টেই বাসটিকে এসে দাড়ি টেনে বাস থেকে নেমে যান বাসের চালক। এরপরে একে একে ক্ষোভ জানিয়ে যাত্রীরা বাস থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই রওনা দেন রাজচন্দ্রপুর, ঝিলপাড়, শিল্পশ্রীর দিকে। যাত্রীদের ক্ষোভ আর কত দিন চলবে এই ধরনের অত্যাচার তা ভগবানই জানেন।

বাপী লাল দে , হাওড়া

গঙ্গামেলায় বিজ্ঞান সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুইদিনের গঙ্গামেলায় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করলো বিজ্ঞানমঞ্চ। গ্রামের গঙ্গামেলায় বিজ্ঞানমঞ্চের অনুষ্ঠানকে ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলো বীরভূম জেলার মাজিগ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। পরের বছর থেকে আরো বড়ো করে বিজ্ঞানস্টল করার দাবি জানিয়েছে গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, প্রতিবছর মনসাপুজো উপলক্ষ্যে গঙ্গামেলা বসে বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার মাজিগ্রামে। সেখানে প্রায় তিন থেকে চার হাজার লোকের সমাগম হয় প্রতিবছর। মেলায় ৪ ও ৫ই জুন বিকাল ৫টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এইবার প্রথম বিজ্ঞানস্টল হয়। এইবারেই প্রথম সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের অন্তর্গত মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভার উদ্যোগে 'খাবার ঘিরে বিপদ' এবং 'জলাতঙ্ক ও কুসংস্কার' – দুটো বিষয়ে পোস্টার প্রদর্শনী হয় ৪ ও ৫ই জুন মেলায়। সঙ্গে এলাকার খুদে বিজ্ঞানকর্মী খেলা করে দেখায়। বিজ্ঞানমঞ্চের তরফ থেকে মেলায় আগত সকলকে বিনামূল্যে বিজ্ঞানপুস্তিকা – 'কিশোর বিজ্ঞানী ও জনবিজ্ঞানের ইস্তাহার পত্রিকা' তুলে দেওয়া হয়। মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভার সম্পাদক উত্তম দাস বলেন, 'প্রথম বছর আশানুরূপ সাফল্য পেয়েছি।' গ্রামবাসীরা জানায়, 'অনেক কিছু শিখলাম, জানলাম।' পরের বছর থেকে আরো বড়ো করে বিজ্ঞানস্টল করার কথা জানিয়েছে গ্রামবাসীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভা সম্পাদক উত্তম দাস, সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সহসম্পাদক গণিত শিক্ষক শুভাশিস গড়াই। অন্যদিকে, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের অন্তর্গত সিউড়ি, নগরী ও মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভার উদ্যোগে সকাল আটটা থেকে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডের সামনে পথচলতি মানুষজনকে ব্যাচ পড়ানো হয়।

অশালীন আচরণ, সাসপেন্ড সিটু নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহিলাদের সঙ্গে অভব্য, অশালীন আচরণ করার অভিযোগ উঠলো সিউড়ি পুরসভায় কর্মরত এক সিটু নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সিউড়ি পুরসভার পেনশন বিভাগে চাকরি করে জিতু মাল। জিতু মাল পুরসভার সিটু নেতাও। বহুদিন থেকে মহিলাদের সঙ্গে অভাব্য, অশালীন আচরণ করলেও এতোদিন এই বিষয়ে মুখ খোলে নি কোনো মহিলা। সম্প্রীতি ঘটনার কথা কানে যায় সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস – চেয়ারম্যানের। সিসিটিভি ফুটেজেও ধরা পড়ে ঘটনাটি। তাতেই হইচই পড়ে যায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ অস্বীকার করেছে জিতু মাল। অভিযুক্ত পুরসভার সিটু নেতা জিতু মালের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিতে বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের বৈঠক ডেকেছেন চেয়ারম্যান। উপপুরপতি অভিযুক্ত জিতু মালকে সাসপেন্ড করে।

অসভ্যতার দায়ে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তোলা না পেয়ে থুতু চাটানোর অভিযোগ উঠলো বীরভূম জেলার পুলিশের বিরুদ্ধে। ১২ জুন রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলো কয়েকজন লরিচালক। তাদের কাছে তোলা চাওয়ার অভিযোগ উঠে সাইথিয়া থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। তা দিতে অস্বীকার করে লরিচালকরা। তোলা না দেওয়ায় তাদের মারধর করার পাশাপাশি জোর করে থুতু চাটানোর অভিযোগ উঠে সাইথিয়া থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। পরিহারপুর গ্রামের ঘটনা। পুলিশের মারে আহত হয় লরিচালক ভুলন শেখ। প্রতিবাদে ১৩ই জুন সকালে সাইথিয়া বোলপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে লরিচালকরা। সাইথিয়া তৃণমূল ব্লক সভাপতি সাবের আলি আলোচনায় বসে অবরোধ তুলে দেয়।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার লোহাপুর গ্রামে একটি প্যাথোলজি সেন্টারের মালিক পুলক নন্দীর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতিতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে গোটা পরিবার। গত ৬ জুন মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ লোহাপুর গ্রামের একটি প্যাথোলজি সেন্টারের মালিক পুলক নন্দীর বাড়িতে ঘটে যায় দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা। ডাকাতরা তিন লক্ষ টাকা নগদ, বারো ভরি সোনার গয়না নিয়ে যায়। পুলকবাবুর স্ত্রী আনন্দময়ী মন্ডল নলহাটি –২ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স। ছেলে দেবপ্রিয় সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সে হিমোফেলিয়া রোগে আক্রান্ত। ছেলের চিকিৎসার জন্য টাকা জমাছিলেন পুলকবাবু। লোহাপুর পুলিশ ফাড়ির ১০০ মিটারের মধ্যেই বাড়ি পুলক নন্দীর। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পবিত্র ঈদে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পবিত্র ঈদ উলফিতর উপলক্ষ্যে রমজান মাসের উপবাস শেষে খুশির ঈদ উৎসব সম্পন্ন হবে। সেই ঈদ ঘিরেই চুঁচুড়া মনসাতলায় ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে পবিত্র ঈদ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে গত ১৮ জুন রবিবার সন্ধ্যায় গরিব দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এলাকার ৩০০ জন আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু মানুষের পাশাপাশি হিন্দু গরিব দুঃখীদের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি জনাব শেখ বামা জানান, পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের কথা মাথায় রেখেই এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। নবমবর্ষে এই খুশির ঈদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়। ভাইস চেয়ারম্যান অমিত রায়, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, তৃণমূল যুব নেতা দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন বিমান বসু।

বাড়ি ওয়ালার মাথা ফাটালো যুব নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনারপুরে এলাকায় বড়ালে সুকান্ত পল্লীর ৩২ নং ওয়ার্ডে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ইলেকট্রিক মিটার নিয়ে। এই বিবাদের জেরে মাথা ফাটলো বাড়ীর মালিক তপন মালাকারের । এই মারধোরে৪র অভিযোগ উঠলো তৃনমূলের যুব নেতা বরুন সরকার ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তপন মালকার । এলাকা সুত্রের খবর – তপন বাবুর ভাড়াটিয়া সান্তনা অধিকারীর সঙ্গে ইলেকট্রিক বিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রায়ই দিন বচসা হোত। অন্য দিকে ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে সান্তনা দেবী অনেক দিন আগে দরখাস্ত করেন বাড়ীতে মিটার আনার জন্য । কিন্তু ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিকের অনুমতি নেয় নি। এবারে ইলেকট্রি মিটার লাগাতে আসে সাপ্লাইয়ের লোকেরা।ঠিক সেই সময় বাধা দেন বাড়িওয়ালা তপন বাবু। এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। এই সময় এলাকার যুব তৃনমূলের নেতা বরুন সরকার ও তার পার্টীর কর্মীরা তপন বাবুর মাথায় বাঁশ দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। স্ত্রী বিথীকা মালাকার বাধা দিতে গেলে তাকেও বেধরক মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ হয় থানায় ।এই মারধোরের ঘটনায় দুই পক্ষ অভিযোগ করেছে থানায় । তপন মালাকারের অভিযোগ মিথ্যা বলেন যুব নেতা বরুন সরকার।

সমবায় নির্বাচনে সংঘর্ষ, মৃত তৃণমূলকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার সমবায় নির্বাচন ঘিরে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলো এক তৃণমূলকর্মী। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার আলিগড় গ্রাম।

১৯ জুন সোমবার আলিগড় আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি ক্যাম্পাসে ছিল সভাপতি সহ ৬৮ পদে নির্বাচন। নির্বাচনে ১৩৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ভোটার ১৭২২ জন। আগের রাত থেকে এলাকা উত্তপ্ত ছিল। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল রাজারকেন্দ্র জুনিয়র হাইস্কুল। সকাল থেকে শুরু হয় বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ। চলে তির, বোমা ও গুলি। বাড়িতে লাগানো হয় অগ্নিসংযোগ। ভাঙচুর হয় ১০টি মোটরবাইককে। সিউড়ি সদর হাসপাতাল আনার পথে মারা যায় তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি বলরাম মন্ডল (৩৬)। মৃত বলরামের বাড়ি মুরাদগঞ্জ গ্রামে। দুইপক্ষের ছয়জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মধ্যে এক তৃণমূলকর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এলাকা থেকে স্পঞ্জ বোমা, চ্যানেল বোমা উদ্ধার হয়েছে। ঝাড়খন্ডের খুব কাছে আলিগড় গ্রাম। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়।

অন্যদিকে, বীরভূম জেলার সহিসপুর আদিবাসী ল্যাম্পটেড লিমিটেড নির্বাচনে মনোনয়ন তোলে তৃণমূল। তারপর দরজা আটকিয়ে থাকে তৃণমূল। মনোনয়ন

তুলতে বাধা দেয় বিজেপিকে। তৃণমূল বিজেপি উভয় পক্ষই শাবল, গুলতি, টাঙ্কি, রড, লাঠি, বাঁশ, তির ধনুক, কাটারি নিয়ে জড়ো হয়। ১৪ জুনের ঘটনা। সংঘর্ষের পর পুরো গ্রাম থমথমে। চলছে পুলিশি পিকেট।

১৯ জুন সোমবার আলিগড়ে তৃণমূলকর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'মাওবাদীদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপি – সিপিএম এই ঘটনা ঘটিয়েছে।' এখনো পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

১৯ জুন অন্য আর একটি ঘটনায় নানুর থানায় জালুন্দি গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মারা যান আর এক কর্মী। সকালে মাছ বিক্রি করে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলো পেশায় মাছবিক্রেতা তৃণমূলকর্মী দেবব্রত ফৌজিদার (২৯)। চারকলগ্রামের কাছে দুষ্কৃতীরা তাকে গুলি করে। পায়ে গুলি লাগে। বাড়ি নানুর থানার জালুন্দি গ্রামে। প্রথমে বোলপুর সিয়ান হাসপাতাল। পরে অবস্থার অবনতি হলে বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

১২ জুন সকালে সুলতানপুর গ্রামের পাশের জঙ্গল থেকে পুলিশ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম শঙ্কর মাল (২৫)। পেশায় পাথরলোডিং শ্রমিক। গলায় কালশিটের দাগ ছিল। মৃতদেহের পাশ থেকে পুলিশ সাইকেলের চেন উদ্ধার করে। শঙ্কর তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা হিসাবে এলাকায় পরিচিত ছিল। শঙ্কর দুটি বিয়ে করেছিল। বাড়ি গিয়ে মদ খেয়ে অশান্তি করতো প্রায়দিনই। নলহাটি থানায় গিয়ে আত্মসর্মপণ করে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা অভিযুক্ত দশরথ মাল। ১৩ জুন রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে অভিযুক্ত দশরথ মালকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

ইফতারে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গত ২০ জুন কামারের মাঠে ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়েছিল। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ব্যাপক মানুষের সমারোহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইফতার মজলিস। বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্যর দক্ষ পরিচালনায় এদিনের অনুষ্ঠান সবদিক দিয়েই সার্থক হয়ে ওঠে। প্রথমত, এই অনুষ্ঠানের সুদৃশ্য মঞ্চে বজবজ–১ ও ২ ব্লক, পূজালি ও বজবজ পুরসভার আদি ও নব্য তৃণমূলের নেতা–নেত্রী, চেয়ারম্যান, চেয়ার পার্সন, সভাপতি, প্রধান সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এমনকি ইফতার মজলিশের পর ওই মঞ্চে সিপিএমের কমরেডদের ঘর ভাঙিয়ে তাদের পুত্র আত্মীয় পরিজনদের তৃণমূলে যোগদান করান শ্রীমন্ত বৈদ্য। যা তার সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও শ্রীমন্তর আয়োজনে খুশি। ইফতার মজলিশের মঞ্চে সাংসদের কড়া বার্তা— যতদিন তিনি থাকবেন বাংলায় কোনও ধর্মীয় সুড়সুড়িকে প্রাধান্য দেবেন না।

ভারতী সংঘের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ জুন দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার অন্তর্গত ভারতী সংঘ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন

কুমার রায়। রক্তদান শিবিরে ৭৫ জন রক্তদান করেন। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব এবং জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় রক্তদাতাদের উৎসাহ দেন। সংঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকটের কথা মাথায় রেখে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি রক্তদাতা ও অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

NOTICE INVITING e–TENDER

No. **07** of **2017–18,** DATE **: 20.06.2017**

E.O, Canning–II P.S., Jibontala, South 24–Parganas invites online tender for the Construction work of Boundary wall at five places of Canning–II Development Block, Dist : South 24–Parganas.

Last date of online tender submission : 30.06.2017 up to 05.30 PM

Detailed information will be available in the website : www.etender.wb.nic.in and above stated office.

Sd/–
E.O
Canning–II P.S

হেলমেটহীনদের ধড়পাকড় বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর এলাকায় হেলমেটহীন বাইক আরোহিদের ব্যাপক ভাবে ধড়পাকড় চালাচ্ছে পুলিশ । বিশেষ করে বাইপাস গুলোতে হেলমেট হীন বাইকের তান্ডব দিনে রাতে চলছে সেই কারনে মাঠে নেমে পড়েছে সোনারপুর থানার পুলিশ। বাইকের কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা ,মাথায় হেলমেট পড়া আছে কি না, সব কিছুই নাকা চেকিং করে দেখে নিচ্ছে সোনারপুর থানার পুলিশের টিম। থানার এক অফিসার রাজেশ দাস বাইপাসে চেকিং করার সময় ধরলো এক জুটিকে । কারণ কাজের চেয়ে বেশী করে ঘুরতে দেখা যায় কাপলদের। কারণ কিছুদিন আগে বাইকের রেষারেষি করতে গিয়ে কামাল গাজীর ব্রীজ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায় এক অল্প বয়সের তরুনী এবং তার বয় ফ্রেন্ড। প্রায় সময় এই ঘটনা ঘটছে সোনারপুরে । কারণ বেশ কিছু বাইপাসের ফাঁকা যায়গায় হেলমেট ছাড়া ১০০ স্পীডে বাইক দৌড়াচ্ছে। সেই কারনে আই সি নির্দেশে টহলদারী আরম্ভ করে দিয়েছে সোনারপুর থানার পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ারের দল।

পাচারের আগেই উদ্ধার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিল্লি পাচার হওয়ার আগেই বীরভূম জেলার রামপুরহাট চাইল্ড লাইন ও নলহাটি আরপিএফের যৌথ উদ্যোগে ৮ই জুন রাতে বীরভূম জেলার নলহাটি জংশন রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার হলো তিন নাবালিকা। এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে এক যুবতীকে। রামপুরহাট – আজিমগঞ্জ এবং বর্ধমান – সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের সংযোগস্থল নলহাটি জংশন রেলস্টেশন। তাই এখান থেকে সহজেই দূরপাল্লার লোকাল ও এক্সপ্রেস ট্রেন পাওয়া যায়। ঝাড়খন্ডের গ্রাম থেকে কাজ দেবার নাম করে অত্যন্ত গরিব পরিবারের তিন নাবালিকাকে দিল্লি পাচার করার উদ্দেশ্যে নলহাটি জংশন রেলস্টেশনে নিয়ে আসে গোপেন মুর্মু নামে এক ব্যক্তি। পাকুড় চাইল্ড লাইন থেকে সুনির্দিষ্ট খবর পাবার পর ৮ই জুন বৃহস্পতিবার রাতে নলহাটি জংশন রেলস্টেশনে যৌথ অভিযান চালায় রামপুরহাট চাইল্ড লাইন ও নলহাটি আরপিএফ। তখনই স্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার করা হয় তিন নাবালিকাকে। আটক করা হয় টিঙ্কু মুমু (১৯) নামে এক যুবতীকে। গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত গোপেন মুর্মু। উদ্ধার হওয়া তিন নাবালিকার বাড়ি ঝাড়খন্ডের চাচাছোয়া গ্রামে। তারা অত্যন্ত গরিব। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের দিল্লিতে পাচার করাই উদ্দেশ্য ছিলো অভিযুক্ত গোপেন মুর্মুর। অভিযুক্ত গোপেন মুর্মুর খোজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। চাঁচাছোয়া গ্রাম থেকে এর আগে গোপেনের সঙ্গে দিল্লি কাজে গিয়ে আর বাড়ি ফেরে নি দুই তিনজন নাবালিকা।

কৃষ্ণনগরে জনসভার প্রস্তুতি বিজেপির

সব্যসাচী সান্যাল : আগামী পঞ্চায়েতকে পাখির চোখ করে নদীয়া জেলার বি জে পি নেতারা কৃষ্ণনগরে আগামী ২৬ জুন এক বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করতে চলেছেন। এই সভায় নদীয়া জেলার বি জে পি সংগঠনের জেলা স্তরের অনেকে উপস্থিত থাকবেন। সভায় মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন দীর্ঘদিনের বি জে পি সংগঠনের সাথে যুক্ত এবং প্রাক্তন বি জে পি সভাপতি সত্যব্রত ভট্টাচার্য (জুলু বাবু) এবং বি জে পির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সব্যসাচী ভট্টাচার্য জানালেন সমাবেশকে উপলক্ষ্য করে সারা নদীয়া জেলা জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। উদ্যোক্তারা আশা করছেন এই সভাকে কেন্দ্র করে নদিয়া জেলার বি জে পি সমর্থকরা যেমন উপস্থিত থাকবেন তেমনি সাধারণ মানুষ যারা ইতিমধ্যে বি জে পি কে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে ভাবতে শুরু করেছে তারাও অনেকে উপস্থিত থাকবেন। সভার আয়োজকরা আশা করছেপ্রায় কুড়ি হাজারের মত শ্রোতা সমাগম হবে যা এই জেলারপক্ষে এক ঐতিহাসিক জমায়েত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রায় ১৫০ জনের মত মটরসাইকেল আরোহী র‍্যালি করে বি জে পি সভাপতি দিলীপ ঘোষকেসভাস্থল পর্যন্ত নিয়ে আসার পরিকল্পনা আছে। ২৬ জুন বি জে পি র মহামিছিলকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগর শহরে ফেস্টুন, ব্যানার দিয়ে প্রায় সারা শহর ঢেকে গেছে এবং এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে জনজীবন প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কা।

শৌলমারী আশ্রম বিপন্ন

প্রথম পাতার পর

সারদানন্দজীর ডাকে সাড়া দিয়ে সেদিন প্রেমা রায় তাঁর ৩০০ বিঘা জমি আশ্রমকে দান করেছিলেন। এখন যাঁরা সারদানন্দজীর স্মৃতিকে তুলে ধরতে চান, সমাজসেবামূলক কাজে আশ্রমকে কাজে লাগাতে চান তাঁদের মধ্যে প্রমোদ দে, চন্দন ভৌমিক প্রমুখ প্রতিবেদককে জানান বাংলার এই সাধকের সাধন স্থানকে রক্ষা করতে রাজনীতি ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠে সবার এগিয়ে আসা উচিত।

উত্তর বাংলার মাটিতে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষের দান করা জমিতে ও কর্মশ্রমে রহস্যময় শৌলমারী আশ্রম গড়ে উঠেছিল। সত্তরের দশকের শেষ দিকে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্তী, উখিমঠ, দেওঘর, অমরকন্টক, বারানসী এবং অবশেষে দেরাদুনে চলে যান এবং সেখানেই ১৯৭৭ সালে দেহ রাখেন এপ্রিল মাসে। জানা যায় ১০৮দিন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন। শৌলমারির মতোই দেরাদুনের আশ্রমেও সারদানন্দজী মাঝে মাঝে কয়েক মাসের জন্য আশ্রম থেকে উধাও হয়ে যেতেন। যখন তিনি তাঁর কক্ষ থেকে হাততালি দিতেন তখনই তাঁর ঘনিষ্ঠ টিম মেম্বাররা প্রবেশের অনুমতি পেত। দেরাদুনেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু নিয়মানুযায়ী তিনি হাততালি দিয়ে সেক্রেটারি ডঃ রমনীমোহন দাসকে ডেকে না নেওয়ায় দেখা যায় মুষ্ঠিবদ্ধ হাত অবস্থায় সাধুর দেহ পড়ে আছে। মৃদু পচা গন্ধও ছাড়ছিল বলেও জানা যায়। পুলিশে পোষ্টমর্টেম করেনি, ডেথ সার্টিফিকেটও পাওয়া যায়নি। যেমনটা ১৯৮৫ সালে সেপ্টেম্বরে ফৈজাবাদের রামভবনে গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজীর ডামি 'মৃত দেহ' আবিষ্কার হয়েছিল। এক্ষেত্রেও সারদানন্দজীর প্রাপ্ত দেহের সাথে সুভাষচন্দ্রের চেহারার কোনও মিল নেই। যদিও নেতাজির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার কারণেই সেসময় শৌলমারী সহ দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য একাধিক সারদানন্দজীর চেহারার বর্ণনা বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী বিশিষ্টজন একদা প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন।

প্রতি সপ্তাহে আজাদহিন্দ ফৌজের নেতাজি ঘনিষ্ঠ কর্নেল প্রিতম সিং নিয়মিত সারদানন্দজীর কাছে যেতেন। তিনি অজস্র প্রশ্ন রেখে দিয়ে গিয়েছেন। দেশি ও বিদেশের বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি সুন্দর সাজানো শৌলমারী আশ্রমে আশ্রমিক হিসেবে থাকতেন। সে সময় অনেকটা কাছ দিয়েই মুজনাই নদী বয়ে যেত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। শোনা যায় একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন সারদানন্দজীকে দেখেছিলেন। এমনকী গোপনে নাকি লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরেই আশ্রমে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, নিরাপত্তার মধ্যেই আশ্রম কুঠিরে মা কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবনা চিন্তার সাধনায় নিয়োজিত রাখতেন অত্যন্ত জ্ঞানী শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। আজও লোকমুখে ফালাকাটার ওই আশ্রম পল্লীকে নেতাজির আশ্রম বলে পরিচিত। ওই এলাকায় সারদানন্দ পল্লী রয়েছে। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে আশ্রম উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে উঠুক এটি এলাকার প্রায় সকলেই চাইছেন। প্রতি বছর আজাদহিন্দ স্বেচ্ছাসেবক পরিষদ ও সন্তান দলের তরফে আশ্রম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। একদা এই আশ্রম প্রাঙ্গনের প্রবেশ পথে বাঁধানো অখন্ড ভারতের মানচিত্র শোভা পেত আজ আর তারও অস্তিত্ব নেই। জমি দখলের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে সেদিনের শৌলমারী আশ্রমের ঐতিহ্য। নতুন প্রজন্মের তরুণ ছেলেমেয়েরা প্রত্যাশা করেন বাংলার পরিবর্তনের সরকার নিশ্চয়ই আশ্রমের সীমানা রক্ষায় সহযোগিতা করবেন।

NOTICE INVITING TENDER

Tender is invited from resourceful agencies having experience in the related work for supply of different materials as per following details:

Description of Item	Quantity
Printing of Social Audit and Books (A–4 size page, 70 gsm thik–ness of paper, both side printing, approx 100 no of pages, front cover 300 gsm hard paper with digital printing 4 colour off set back cover 300 gsm hard paper (white) with spiral binding) Most of the writings will be made in Bengali language only 5–7 (approx) pages in English.	2050 pcs

1) Bids in sealed cover will be received at the office of the District Social Audit Unit, South 24 pgs New administrative building room no–108, Alipore Kol–27 on all working days from 23/06/2017 to 30/06/2017 between 11.00 am to 4.00 pm

2) Closing date of tender : 30/06/2017 at 4 pm. Tender will be opened on 30/6/2017 at 4.30 pm.

3) Terms and conditions : i) The Authority reserves the right to cencel or accept any tender without assigning any reason.

ii) Any persuasion for accepting tenders will be a desqualification.

iii) Material has to be supplied within 7 days of the issuance of the work order.

iv) Taxes as admissible under rules shall be deducted.

Sd/–
District Nodal Officer Social (Audit)
&
Distict Officer, Minority Affairs
South **24** Parganas

৭৪৬/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২২.০৬.২০১৭

মুখোশের আড়ালেই জীবন বাঁচে

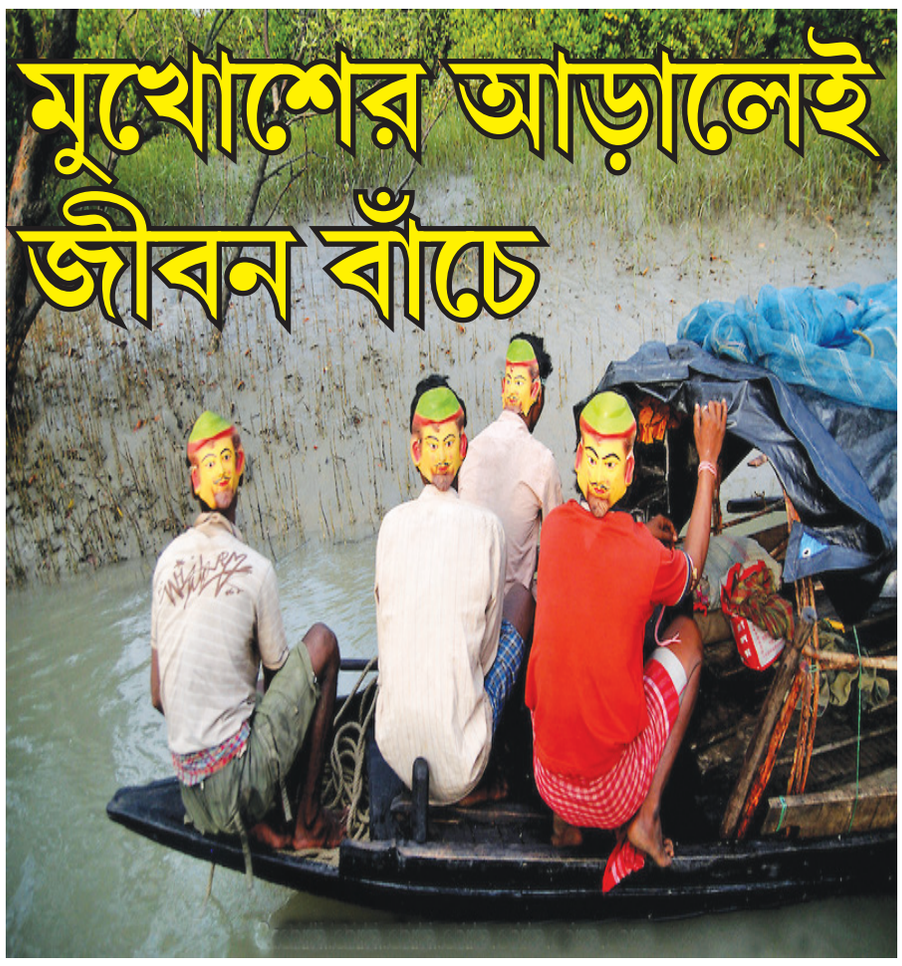

আবার অরিন্দম

নানা বিপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে সচেতনতা করাই যার কাজ সেই প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য ফের ফিরে এলেন আরও কয়েকটি নিবন্ধ নিয়ে। এর আগে আলিপুর বার্তায় ধারাবাহিক ভাবে বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো প্রবন্ধ লিখে ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। এবারের ৫টি প্রবন্ধ আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন তিনি।

যতটুকু জেনেছি বাঘেদের আদি নিবাস সাইবেরিয়াতে। বহু আগে অনেক ভারতীয় রাজা ও ইংরেজ শাসকদের বাঘ চিতা শিকার করাটা একরকম ক্রীড়া এবং বীরত্ব প্রকাশের প্রধান অঙ্গ হিসাবে দেখা হতো। শুনলে অবাক হতে হয় কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ একাই ৩৭০টি বাঘ, ২০৪টি গন্ডার, ৪৩০টি বাইসন হত্যা করেছিলেন। সালটা ১৮৭১ থেকে ১৯০৭। মধ্য প্রদেশের সরগুজার মহারাজ একাই ১১৫০টি বাঘ মেরেছেন, The wild life protection Act 1972 রূপায়ণে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরুর বহু আগেই অনেক পশু পক্ষী ভারতের বনাঞ্চল থেকে চিরতরে লুপ্ত হতে চলেছে আজ। সুন্দরবনের এই দ্বীপের মধ্যে মানুষ বন্য প্রাণীদের বন-জঙ্গল অধিগ্রহণ করে ৫৪টি দ্বীপে বসবাস করছে। অবশিষ্ট যে ৪৮টি দ্বীপ বাঘেদের জন্য সংরক্ষিত সেই দ্বীপগুলিও আজ লোভী কিছু সংখ্যক মানুষের অচ্যাচারে বনের পশু পাখি বড় অসহায়, আজ ওদের বনভূমিতে মানুষই অনুপ্রবেশকারী।

সুন্দর করে বিভিন্ন থানায় চাকরি করা কালীন দেখেছি অসহায় গরিব মানুষেরা যখন পেটের ক্ষিধের জ্বালা মেটাতে মাছ, কাঁকড়া, মধু সংগ্রহে জঙ্গলে যায় তাদের অনেকেই প্রাণ হারায় বাঘেদের আক্রমণে, কেউ বা সহকর্মীদের মরণপণ সংগ্রামে জীবন ফিরে পেলেও বাঘেদের মারাত্মক আক্রমণে সারা জীবনের জন্য তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, এর জন্য দায়ী মানুষই, বাঘেরা নয়। বাঘ যেমন ধূর্ত, ক্ষিপ্র, ভীতু, অলস। ওরা কখনও প্রথমে সামনে থেকে কাউকে আক্রমণ করে না। চোরাশিকারি জলদস্যুদের গতিবিধি জানার জন্য এবং ওদের ধরার জন্য সাধারণ মানুষদের সাহায্যে আমাদের নানা জায়গায় যেতে হয়েছিল। সরকারি নির্দেশ মতো সচেতনতা মূলক প্রচুর অনুষ্ঠানে সুন্দর বনের মানুষদের বলে মধু, মাছ, কাঁকড়া ধরার প্রয়োজনে কী সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে বহুবার জানানো হয়েছে। এই ব্যাপারে বন দফতর থেকেও হয়ত নানা ভাবে সরকারি বিধি নিষেধ জানানো হয়। যেমন সব সময় যে ৫/৭ জনের দলটি বনে বা নদীর চরে মাছ, মধু ইত্যাদির খোঁজে যায় তারা যেন সদা সতর্ক থাকে, অন্তত একজন যেন জঙ্গলের দিকে মুখ করে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং প্রত্যেকে মাথার পেছনে মানুষের প্রতিকৃতির মুখোশ পরে, কারণ জানা যায় বাঘ সাধারণত সামনে থেকে আক্রমণ করে না, ওরা ভীষণ সুযোগ সন্ধানী, একটু অসতর্ক হলেই ঝাঁপিয়ে পরে এবং প্রথমেই গলা বা ঘাড় কামড়ে ধরে। মুখোশ পরলে ওরা বিভ্রান্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে, ৫/৭ জনের যে দলটি যাবে একজন সদা সতর্ক দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে রাখবে আর একজনের হাতে শক্ত বাঁশের লাঠি থাকবে, প্রয়োজনে বাঘকে আঘাত করে নিজে এবং অন্যদের বাঁচবার প্রয়োজনে এটা জরুরি। প্রত্যেক বছর এই অসতর্ক থাকার জন্য প্রায় ৪০/৪৫ জনকে বাঘের কামড়ে প্রাণ হারাতে হয়। গত ২০১৬ সালের মাঝামাঝি সুন্দরবনের গোসাবা থানার অন্তর্গত হাই স্কুলে আমরা বাসন্তীর শিক্ষক শ্রী অমল নায়েকের উদ্যোগে একটি সচেতনা শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে ১০৪ জন বিধবা অসহায় মহিলা ছিলেন যাদের প্রত্যেকের স্বামীকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারি যে, বনে মধু কাঁকড়ার খোঁজে যাওয়ার আগে তাদের বিপদ থেকে বাঁচতে কোনও পুরুষরা যেমন মুখোশ নেয় না তাদের স্ত্রী বা পরিবারের কেউ মনে করে মুখোশ নিতেও বলে না। অনেকে আবার মুখোশ জিনিসটা কি এখনও সেটাই জানে না। এই ব্যর্থতা কার?

অনেকে আবার বেশি টাকা ভাগ পাওয়ার জন্য লোভে কম সঙ্গী নিয়ে যায় কারণ এখন অর্ধেক তার প্রাপ্য। দুজনেই মাছে ধরায় ব্যস্ত, বাঘে তো নেবেই। ৫/৭ জন দলে গেলে মূল অর্থ আয়ের ৫/৭ ভাগ। এই বেশি অসহায় বিধবাদের মাঝে সাহায্যের ডালি নিয়ে মাননীয় অমল নায়েকের আহ্বানে যে ভাবে আলিপুর বার্তা পত্রিকা, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সদস্য এবং সদস্যারা এবং কলকাতার গড়িয়াহাটের কাছে অবস্থিত হিন্দুস্থান ক্লাবের সভানেত্রী মাননীয়া মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং তার সদস্যারা এগিয়ে এসেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। একথা কথা এখানে বলে রাখা ভাল, সুন্দরবনের মানুষ যারা সরকারি নিয়ম মেনে অর্থাৎ লাইসেন্স নিয়ে বনে মধু, মাছ, ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে জীবন খোয়ায়, তারাই কিন্তু সরকারি আর্থিক অনুদান পায়, আর যারা সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে লুকিয়ে বনে যাওয়ায় কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার কবলে পরে মারা যায় প্রথমত, তারা তো কোনও সরকারি সাহায্য পায়ই না পরবর্তী ওরা সরকারি খাতায় কেউ কেউ চোরা শিকারী বলে পরিচিতি লাভ করে যা সত্যি খুবই দুর্ভাগ্যের। আমরা সবাই জানি আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল কারণই হচ্ছে বনভূমি কমে যাওয়া। বাঘের ভয়েই কিছু মানুষ বনে যেতে ভয় পায়। আজ সরকারি হিসাবে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে বলে যতই প্রচার করুক সুন্দরবনের মানুষ একদম বিশ্বাস করে না, তারা জানে বাঘ কিভাবে সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। তাদের মতে আজ ওদের প্রচন্ড খাদ্যের অভাব, আগে যে পরিমাণে বুনো শুয়োর, হরিণ সহ নানা জীব জন্তু ওরা খাদ্য হিসাবে পেত, তা আজ সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছে। শুধু গর্ভবতী বাঘই জনবসতি এলাকায় প্রবেশ করে গরু ছাগল মারছে না, পুরুষ বাঘেরাও গ্রামে ঢুকে পড়ছে। সরকারি দফতর যাই বলুক আসল কারণ বাঘেদের খাদ্যাভাব, বনভূমি কমে যাওয়া এবং বাঘ শিকার যারা করে তাদের অনেকে ধরা পড়লেও কোনও শাস্তি না হওয়া যে ভাবে আজ দেশে নির্বিবাদে গাছ কাটা হচ্ছে তাতে বন্যা, আয়লা, সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগই নয় বহু মানুষ সহ পশুপাখি নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকতে হবে কারণ মানুষের তৈরি নানা জীবাণু সাধারণ মাটির নিচে চলে যাওয়ায় সবাই মহামারীর হাত থেকে বেঁচে যাই। কিন্তু বনভূমি না থাকলে আকাশে থেকে বর্ষণের ফলে বৃষ্টি সোজা মাটিতে পরে, ফলে বৃষ্টির আঘাতে মাটি ক্ষয় হতে হতে মাটির নিচে জমে থাকা সমস্ত জীবাণু বৃষ্টির জলের সাথে বেরিয়ে নদী পুকুরের জলের সাথে মিশে শুধু মানুষের নয় পশু পাখিদেরও চরম ক্ষতি করে। যদি বেশি সংখ্যক গাছ থাকে সেই গাছের পাতা, বৃষ্টির জল সোজা মাটিতে পড়াকে রুখে দেয় ফলে ভূমি ক্ষয় অনেক অনেক কম হয়। যদিও মৌসুমী বায়ুর গতিবেগ নানা কারণে পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তনও একটি বড় কারণ। আমরা অনেকে জানি কিছু বছর পরে সুন্দরবনের বিশাল এলাকা সমুদ্রের জল গ্রাস করবে, আজ মানুষের জন্য বনভূমি কমে যাওয়াও তার একটি অন্যতম কারণ।

আমার মনে হয় সরকারি আদেশ এবং বিশেষজ্ঞদের বিধি নিষেধ তুলে মান্যতা দিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে এগিয়ে চললে শুধু গাছ পালা, নদনদীর জল নয় বনের পশু পাখি সহ আমরা উপকৃত হব। পাঠকদের একটু ভেবে দেখার অনুরোধ জানালাম।

উত্তর দেবেন অরিন্দম

অরিন্দমের সচেতনতামূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে নানা প্রশ্ন জমেছে আলিপুর বার্তার দফতরে। আগামী সপ্তাহ থেকে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম আচার্য্য।

মিস করবেন না

মাহেশের উন্নয়নে বরাদ্দ ১০ কোটি

রিম্পি ঘোষ: ৬২১ বছরে পদার্পণ করল হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের ঐতিহ্যবাহী মাহেশ রথযাত্রা। মাহেশের রথযাত্রা পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম ও বাংলায় সর্বাধিক প্রাচীনতম রথযাত্রা। কথিত আছে ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই রথযাত্রা শুরু হয়। চতুর্দশ শতকে সাধু ধ্রুবানন্দ পুরীর মন্দির দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু পুরীর মন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁকে মন্দির দর্শনে বাধা দিলে ভগ্ন হৃদয়ে স্থির করেন যে তিনি উপবাস করে মৃত্যুবরণ করবেন। এমন সময় দৈববাণী হয় যে, ''ধ্রুবানন্দ যেন ফিরে যান এবং ভাগীরথীর তীরে মাহেশ স্থানে নদীর জলে নিমকাঠ পাওয়া যাবে সেই কাঠ দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি যেন প্রস্তুত করা হয়''। এর সাথে এই দৈবাদেশ হয় সাধু ধ্রুবানন্দ যেন জগন্নাথকে নিজের হাতে ভোগ রান্না করা খাওয়ান। এরপরেই সাধু ধ্রুবানন্দ মাহেশের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পরে মহাপ্রভূ শ্রী চৈতন্য পুরী যাওয়ার পথে মাহেশের এই মন্দিরে আসেন। তিনি মন্দির দেখে অভিভূত হয়ে এই মন্দিরকে ''নব নীলাচল'' বলে অভিহিত করেন যার অর্থ ''নব পুরী''। সাধু ধ্রুবানন্দের অনুরোধে শ্রী চৈতন্য তাঁর এক অনুচর কমলাকর পিপলাই-এর ওপর এই মন্দির দেখাশোনার ভার অর্পণ করেন। এই কমলাকর পিপলাই শ্রীরামপুরের মাহেশে এই বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার প্রচলন করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, বৈদ্যবাটির এক ভক্ত ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরে একটি রথ দান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক শিষ্য বলরাম বসুর পিতামহ কৃষ্ণরাম বসু এই মন্দিরে আরেকটি রথ দান করেন। ১৮৩৫ সালে কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ বসু এই রথটিকে নবজীবন দান করেন। কিন্তু এর কয়েকবছরের মধ্যে রথটি পুড়ে যায়। ১৮৫২সালে কালাচাঁদ বসু পুনরায় একটি রথ প্রস্তুত করেন। কিন্তু একদিন সেই রথের মধ্যে এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে এই রথটি অশুভ এই মনে করে পুনরায় ১৮৫৭ সালে বিশ্বম্ভর বসু আরেকটি রথ প্রস্তুত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই রথটিও আগুনে পুড়ে যায়। তারপর ১৮৮৫ তে দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র বসু মার্টিন বার্ন কোম্পানি থেকে অর্ডার দিয়ে প্রায় ২ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে লোহার রথ প্রস্তুত করান। বর্তমানে চারতলা বিশিষ্ট এই রথটির নয়টি শিখর বা চূড়া, উচ্চতায় প্রায় ৫০ ফুট,প্রায় ১২৫ টন ওজনবিশিষ্ট এবং ২টি তামার ঘোড়া লাগানো রয়েছে এই রথে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদা ও প্রখ্যাত নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই রথ উপলক্ষ্যে যে মেলা হয় তা দর্শন করতে এসেছিলেন। এই রথের মেলাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিল বিখ্যাত 'রাধারাণী' গল্প। এহেন এক ঐতিহ্যবাহী মন্দির ও তার রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে জগন্নাথ মন্দির ও ঘাট, স্নানপিঁড়ির মাঠ, মাসির বাড়ির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন, মাহেশে আসা পুন্যার্থীদের জন্য বহুতল যাত্রীনিবাস, পর্যাপ্ত পানীয় জল, শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এর পাশাপাশি জগন্নাথ মন্দির ঘাটের দুদিকে গঙ্গার পাড় বাধিয়ে সৌন্দর্যায়ন, মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত জিটি রোডের ওপরে কতগুলি তোরণ নির্মাণ, মন্দির লাগোয়া এলাকা দূষণমুক্ত জোন করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যায়। ইতিমধ্যে জগন্নাথ মন্দির ও তার সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, শ্রীরামপুর মহকুমাশাসক রজত নন্দা, শ্রীরামপুরের পুর – প্রধান অমিয় মুখোপাধ্যায় প্রমূখ। অন্যদিকে চুঁচুড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার রথযাত্রা ও ঈদ নিয়ে একটি মিটিং চুঁচুড়াতে অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, পুর – প্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী, উপ – পুরপ্রধান আমিত রায় ও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ প্রমূখ। চুঁচুড়ার রথতলা থেকে প্রায় ১২ টা, হুগলি মোড় থেকে প্রায় ২৪ টি মত রথ বের হয় বলে জানা যায়।

মায়াপুরে ইসকনের রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদিয়া জেলার মায়াপুর ইসকনের রথ প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের পূর্ণ শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে ৬০ কিমি দূরত্বে মায়াপুর ইসকনের আন্তর্জাতিক রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে ভারতের ভক্তরা এবং বিদেশিরাও আনন্দে মেতে ওঠেন। ১৯৬৯ সালে ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম এই রথ প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এই রথযাত্রা বর্তমানে মায়াপুর ইসকনের রথ নামেই বেশি পরিচিত। রাজপুর গ্রামে জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রায় ৫ কিমি দূরে অবস্থিত শ্রীধাম মায়াপুর পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম হয়।

কলকাতার রথযাত্রার প্রস্তুতি

আগামী কাল, রবিবার রথযাত্রা। সেই উপলক্ষ্যে শুক্রবার কলকাতার গুরুসদয় রোডের ইসকন দফতরে আয়োজন করা হয়েছিল এক সাংবাদিক সম্মেলনের। সেখানে এবারের রথযাত্রার প্রস্তুতি পর্ব সম্পর্কে যাবতীয় কিছু তুলে ধরলেন ইসকন কর্তা রাধারমণ দাস। তিনি বলেন, 'এবারের রথযাত্রার থিম রামানুজম'। যার হাজার বছর পূর্তি হচ্ছে এ বছর।

এছাড়া ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যেখানে অস্থায়ী মাসির বাড়িতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী থাকবেন সেখানে প্রদর্শিত হবে দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির নানা নমুনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশে থাকায় এবার রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ সুব্রত বক্সী, পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও কলকাতার মেয়র তথা দমকল মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়।

ছবি : উৎপল রায়

ঐতিহ্যবাহী গুপ্তিপাড়ার রথ

মলয় সুর : হুগলি জেলার অন্যতম সুপ্রাচীন রথ বলতে গুপ্তিপাড়ার রথ। বাংলার প্রাচীনতম ও বৃহত্তম রথ যাত্রা শ্রীরামপুরের মাহেশের পরই এর স্থান। এই রথযাত্রা জগন্নাথদেবের হলেও বৃন্দাবন চন্দ্রদেবের

রথযাত্রা নামেই বেশি পরিচিত এই রথ। এবছর গুপ্তিপাড়ার এই রথ ২৭৮ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে।

২৫ জুন রথের দড়িতে প্রথম টান পড়বে। এদিন গুপ্তিপাড়ার এই রথ দেশকালী মন্দির পর্যন্ত টানা হবে। আবার দ্বিতীয় পর্বে টানা হবে বিকেলে। এই রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে রাস্তার দুধারে বসবে জমজমাট মেলা। পর্যটন উন্নয়ন কমিটির এবারের সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগ জানিয়েছেন, এই রথের প্রধান ও অন্যতম বৈশিষ্ট হল পুণ্যযাত্রার আগের দিন গুন্ডিচা-বাড়িতে 'ভান্ডার লুঠ' উৎসব। এই উৎসবে দেবতাদের ভোগ নিবেদন করে পুরোহিত যখন মন্দিরের 'ভান্ডার' বন্ধ করে বাইরে আসেন তখন বৃন্দাবনচন্দ্রজি তার প্রজাদের নিয়ে মন্দিরের ভিতর ঢুকে খাবার লুঠ করে নিয়ে যায়। সেই উৎসর্গীকৃত ভোগের জন্য ভক্তরা দরজা ভেঙে সেই 'ভান্ডার লুঠ' করেন। এই ভান্ডার লুঠ দেখতে দূর দূর থেকে প্রচুর লোক সমাগম হয়। হুগলিসহ বর্ধমান, নদিয়া জেলা এবং পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রচুর দর্শনার্থী ছুটে আসেন গুপ্তিপাড়ায়। ভক্তবৃন্দদের জয়ধ্বনিতেই জগন্নাথ বস্তুতই জগতের নাথ হয়ে ওঠেন। হুগলি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এবারেও সিসিটিভি লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পূর্ব রেলওয়ের তরফ থেকে গুপ্তিপাড়া ও বেহুলা স্টেশনে আলো দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঙ্গা পারাপারে লঞ্চ বা ভেসেলের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়েছে।

রথে মাতোয়ারা চন্দননগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগরে রথযাত্রা আনুমানিক প্রায় ২৩৬ বছরের সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমন্ডিত। প্রয়াত যাদুবেন্দু ঘোষ ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে এই রথ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে লক্ষ্মীগঞ্জ চন্দননগরের রথ নামেই বেশি পরিচিত। কালের আবর্তে অতীতের প্রায় কাঠের জীর্ণ রথটিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালে ব্রেথওয়েট ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানি সেই রথযাত্রা। বর্তমান রথ পরিচালন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক রবীন দে জানালেন, রথের একেবারে সামনে বসেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। তিনটি মূর্তিকে ভক্তবৃন্দ চতুর্দোলা করে নিয়ে এসে রথের সামনে রাস্তার উপর পুজোপাঠ হোম করে রথে বসান। এদিকে পরিচালন সমিতির আর এক যুগ্ম সম্পাদক অসিত সাহা জানালেন, প্রথমে সকাল ৯টায় রথের প্রথম টান শুরু হয়। চন্দননগরের সীমান্ত তালডাঙা মোড়ে মাসির বাড়ি ২ কিমি রাস্তা রথ নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দির চত্বরে বসে বিরাট মেলা।

রথ যাত্রা ও ঈদ-এর

শুভেচ্ছা বার্তা

সেখ মুস্তাক (কর্মাধ্যক্ষ)

● পিনাকী চক্রবর্তী (সচিব) ● অরিন্দম বসু (সদস্য) ● সমীর রজক (সদস্য)

পূর্ত কার্য্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি

মাঙ্গলিকী

গ্যালারি থেকে সুমিত দাশগুপ্ত

সাইলেন্স ইজ গোল্ড

সম্প্রতি বিড়লা আকাদেমিতে ‘সাইলেন্স ইজ গোল্ড’ শীর্ষক একটি সর্বভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উনত্রিশ জন শিল্পী শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ হয়েছিল এই প্রদর্শনী। অম্বরীশ নন্দন বিশ্বভারতীয় পেইনটিং এর অধ্যাপক, তিনি মেটাল প্লেটে এনামেল রঙে ছবি এঁকেছেন। আজমগঞ্জ, উত্তরপ্রদেশের শিল্পী রাজু রতন পেন অ্যান্ড ইংকে ড্রয়িং করেছেন। নৈনিতাল, উত্তরাখন্ডের রবি পাসি অ্যাক্রেলিকে ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিল্পী অনন্ত মন্ডলের ছবিতে বিমূর্ততার পরিচয় পাওয়া গেল। উত্তর চব্বিশ পরগণার শিল্পী পৌলমী সেনের অ্যাক্রেলিকে করা ছবিগুলি দৃষ্টিনন্দন। আলিগড়ের শিল্পী এসএ জাফর পেন্সিলে আত্ম প্রতিকৃতি করেছেন। শিলিগুড়ির শিল্পী নবীন দাশের অ্যাক্রেলিকে করা ল্যান্ডস্কেপটি উল্লেখযোগ্য। আগ্রার মীনাক্ষী ঠাকুর ডিজিটাল মাধ্যম ছবি করেছেন। দিল্লির শিল্পী বিপ্লব দত্ত অ্যাক্রেলিকে বিমূর্ত ছবি এঁকেছেন। শিলিগুড়ির শিল্পী বিশ্বজিৎ পাল জলরঙে ল্যান্ডস্কেক করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের আলোকচিত্রী বুধাদিত্য বিশ্বাস বিমূর্ত আলোকচিত্র করেছেন। নাগপুরের জয়ন্ত শঙ্কররাও পানসারে জলরঙে পাহাড়ের দৃশ্য এঁকেছেন। শিলিগুড়ির শিল্পী গোবিন্দ রায় জলরঙে লাইন ড্রইং এ ছবি এঁকেছেন। আলিগড়ের হিনা ফতিমা মৈনী অ্যাক্রেলিকে বিমূর্ত ছবি করেছেন। গোয়ালিয়র এর কুমকুম মাথুর অ্যাক্রেলিকে ধর্মীয় বিষষয় চিত্র রচনা করেছেন। শাহাজান পুরের মহম্মদ কামার কাগজের ওপর অ্যাক্রেলিকে ছবি এঁকেছেন। লক্ষ্ণৌ–এর পারমিতা মুখোপাধ্যায় সাদা কালোয় আলোকচিত্র করেছেন।

হুগলির প্রদীপ প্রধান টেম্পেরায় ছবি করেছেন। নিমতার রাজর্ষি অধিকারী অ্যাক্রেলিকপ ফিগারেটিভ কাজ করেছেন। নদিয়ার রাজীব সিকদার জলরঙে কাজ করেছেন। শিলিগুড়ির রাখী রায় কাজ করেছেন অ্যাক্রেলিকে। লক্ষ্ণৌ–এর জ্যোতি সাইনি সিদ্দিকি আলোকচিত্র নিয়ে অংশ নিয়েছেন। কলকাতার উর্ণাভ হালদার অ্যাক্রেলিকে ছবি এঁকেছেন। বিশাল ভূষণ যাদব বিমূর্ত ছবি করেছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার সুকান্ত হালদার ব্রোঞ্জে একটি ভাস্কর্য করেছেন। শ্রীকান্ত গৌড় কাগজে অ্যাক্রেলিক কাজ করেছেন। শিলিগুড়ির সুশান্ত পাল মিশ্র মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন। অনিলকুমার গৌড় অ্যাক্রেলিকে ল্যান্ডস্কেপ করেছেন। নদিয়ার অপর্ণা বিশ্বাস কাগজে অ্যাক্রেলিক কাজ করেছেন।

সৃষ্টির চিত্র ও ভাস্কর্য

সৃষ্টি আইসিসিআর–এর নন্দলাল বসু গ্যালারিতে গত ১৬ থেকে ১৮ জুন ‘অভিনন্দন কালার কার্নিভাল’ শিরোনামে এক চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। একান্নজন শিল্পীর সৃজনে সমৃদ্ধ হয়েছিল এই প্রদর্শনীটি। প্রত্যেক শিল্পীই বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ

করেছেন পার্থ চক্রবর্তী। তিনি অ্যাক্রেলিকে একটি পোর্টেট করেছেন। সুস্মিতা মল্লিক জলরঙে গ্রামের দৃশ্য এঁকেছেন। টিমনা কোছার জলরঙের কাজটি প্রশংসাযোগ্য। সায়ক ঘোষালের চারকোলে করা পোর্টেটটি ভাল কাজ। সৌরভ দাসের জলরঙে করা পোর্টেটটি নজর কাড়ে। মৌসুমী পাল মজুমদার এবং অর্পিতা শিকদার ভারতীয় রীতিতে ছবি এঁকেছেন। মনীশ দে একটি সৃষ্টিধর্মী কাজ করেছেন। নিবেদিতা দাশগুপ্তের ফুলের ছবিটি ভাল লাগে। দোলনচাঁপা মৈত্র এবং অলকানন্দ দাসের ছবি দুটি একটু অন্য ভাবনায় রচিত হয়েছে। বিজয় রক্ষিতের কাজটিও অনবদ্য। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের অয়েল পেন্ট–এর গভীরতা চোখে পড়ার মতো। অর্ণব পালের স্বপ্নের ভাবনাও মন কেড়েছে। রাহুল নাথের বুদ্ধ–র শান্তিময় রূপও প্রস্ফুটিত হয়েছে তার আঁকার মধ্যে দিয়ে। সুমন অধিকারীর বুদ্ধ–র ক্যানভাসের রঙের খেলায় মন ভরে যায়। ভাস্কর্যে মহেশ হালদারের কাঠের কাজটি এবং ঐন্দ্রিলা মজুমদারের ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যটি অনবদ্য কাজ।

ইন্দ্রনীল গাঙ্গুলির চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি গ্যালারি গোল্ডে চিত্রী ইন্দ্রনীল গাঙ্গুলিকে একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। কলকাতা ১২ মে ২০১৭। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রী ওয়াসিম কাপুর এবং অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশাগতভাবে তিনি বিপণন জগতের মানুষ হলেও পারিবারিক সূত্রে এবং বিভিন্ন শিল্পীর সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে ছবির প্রতি এক গভীর ভালবাসা জন্ম নেয়। তার ফলে বর্তমানে কর্মব্যস্ততার ফাঁকেও তিনি সময় বার করে ছবি এঁকে থাকেন।

মূলত শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবির মধ্যে সবই সাদা কালোর মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছিল। কিছু কিছু কাজের মধ্যে কালি–কলমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছে। ফেলুদা সিনেমার ছবির যে সিরিজ করতে চেয়েছেন, তার মধ্যে অনেকটা ধূসরতা বা ধোঁয়াশা রয়েছে। বক্তব্যের বিষয় পরিষ্কার স্বচ্ছতা নেই। অনুমান নিজে কি বলতে চাইছেন সেটাও প্রকাশ করতে পারছেন না। জিজ্ঞাসা করলেই বলছেন আপনি ভেবে নিন। তবে অনেকগুলি মুখের অবয়ব করেছে কিছু পরিচিত মুখ আবার শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিগত জনের মুখমন্ডল স্টাডি করেছেন। তবে সৃষ্টি করে যে দুটি মুখ মাদার টেরেসা এবং চ্যার্লি চ্যাপলিনের অবয়ব। ছবির মধ্যে আবেগটা থাকে তবে আবেগটাই আবার ছবির সব কিছু নয়। তাতে নতুন কিছু ভাবনার সংযোজন ঘটাতে হয় অন্য আঙ্গিকে মনের মাধুরী দিয়ে। পল্লবিত করে সংগোপনে নান্দনিকতার মাধ্যমে চিত্রায়ণে স্বযতনে।

মিলিত প্রদর্শনী কালার কন্ট্যুরের

সম্প্রতি কালার কন্ট্যুর গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় তাদের দ্বিতীয় সম্মেলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চিত্রী দিপ্তীশ ঘোষ দস্তিদার। প্রদর্শনী কক্ষে দশজন চিত্রীর শিল্পকর্মের সমাবেশ দেখা গেল। এরা প্রত্যেকেই বিড়লা আকাদেমির আর্ট ক্লাসের ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। প্রত্যেকের কাজেই স্বতন্ত্র ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল। প্রীতি সাউ জলরঙে কোলাজ ধর্মী কাজ করেছেন যা দর্শককে আকর্ষণ করে। ঝুম্পা কর ফিগারেটিভ ছবিকে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। কৃষ্ণকলি মুখোপাধ্যায়ের বাস্তবধর্মী কাজ ভাল লাগে।

অভীক চৌধুরী তেলরঙে কিছু দৃষ্টিনন্দন ক্রিয়েটিভ ছবি এঁকেছেন। সুজিত সেনের ছবিতে চিন্তা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। অভিজিৎ বাঙাল–এর জলরঙের কাজটিও প্রশংসাযোগ্য। অপূর্ব পালের কাজে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূজা রায় বাস্তবধর্মী ছবির সঙ্গে তার কল্পনার এক সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ইনডোর ও আউটডোর দুধরনের বিষয় নিয়েই তিনি কাজ করেছেন যেখানে রঙের ব্যবহারও যথোপযুক্ত হয়েছে। মৌসুমী সরকার এর কাজে বিষয়বস্তুর সঙ্গে রঙের প্রয়োগের এক সুন্দর মেলবন্ধন দেখা গেল। সোনালী সরকারের কাজেও এক অন্য মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী তৈলচিত্রী হেমেন্দ্রনাথ

রঙ, তুলি, প্যালেট, প্যাস্টেল নিয়ে আমাদের স্বপ্নের রঙিন জগৎ। এই জগৎ যাঁরা আমাদের চিনিয়েছেন, বিখ্যাত করেছেন ভারতের শিল্পকলাকে, স্থান করে নিয়েছেন পৃথিবীতে তাঁদের জীবনালেখ্য তুলে ধরার জন্য নতুন এই কলম ‘হে মহাজীবন’।

সুমিত দাশগুপ্ত

হেমেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯৪ সালে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার গচিহাটা গ্রামে। বাবা দুর্গানাথ মজুমদার, মা যোগমায়া দেবী। বাবা ময়মনসিংহের আটার বাড়ি এস্টেটে চাকরি করতেন। ময়মনসিংহের সিটি স্কুলে তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে একদিন ক্লাসে বসে শিক্ষক মহাশয়ের ব্যঙ্গচিত্র আঁকার কারণে তাঁকে ভীষণভাবে মার খেতে হয়। এরপরেই তিনি স্কুল শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্রোহী হয়ে জানিয়ে দেন তাঁর দ্বারা লেখাপড়া হবে না, তিনি আর্ট স্কুলে পড়তে চান। একদিন তিনি বাড়ির কাউকে না জানিয়ে কলকাতার অখিল মিস্ত্রী লেনে তাঁর দিদি হৈমলতা দেবীর বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। তাঁর জামাইবাবু রমেশ সোম তাঁকে সরকারি আর্ট স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেন। এই সময়ে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন পারসি ব্রাউন সাহেব। এখানে এসে তিনি দেখলেন অধ্যক্ষ সাহেব সদা সর্বদা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির জন্য ছাত্রদের নিযুক্ত করছেন বিভিন্ন ফরমাইশি কাজে সামান্য কিছু জলপানি খরচের প্রলোভন দেখিয়ে। পঠন–পাঠন বলতে অসাড় কিছু শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই। বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি তখন সরকারি আর্টস্কুল ছেড়ে দিয়ে রণদা গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত জুবিলি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে তিন বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন অতুল বসু ও যোগেশচন্দ্র শীল। কিন্তু এখানেও তাঁর মন ভরল না।

জুবিলি অকাদেমি ছাড়ার পরে তিনি বিদেশি কিছু বই সংগ্রহ করে তার থেকে নিজেই অ্যানাটমি চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। এইভাবে তিনি প্রায় দু–বছর নিজেই কাজ করেন। এই সময়ে অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁকে থিয়েটারের ব্যাকড্রপ, মৃত ব্যক্তির ছবি পুনরুদ্ধার এই সমস্ত কাজ করতে হয়েছে। এর ফলে মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা তাঁর উপার্জন হত।

১৯১৯ সালে তিনি বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে ‘ইন্ডিয়ান–আকাদেমি অব আর্ট’ নামে একটি চারুকলা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ভবানীচরণ লাহা, যোগেশচন্দ্র শীল, যামিনী রায়, অতুল বসু এরকম অনেক শিল্পোৎসাহী ও তরুণ শিল্পী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। খুব সামান্য মূলধন সম্বল করে ১৯২০ সালের জানুয়ারিতে এই প্রতিষ্ঠানের ত্রৈমাসিক মুখপত্র দি ইন্ডিয়ান আকাদেমি অব আর্ট প্রকাশিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে লেখক সুকুমার রায় ও লক্ষ্মীবিলাস প্রেসের স্বত্বাধিকারী নামমাত্র মূল্যে ব্লক ও মুদ্রণ কার্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পত্রিকাটি সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও শিল্পীরা নিজস্ব রুচি অনুযায়ী নিদর্শন পাঠাতে শুরু করলেন। এই পত্রিকা মারফত বাংলার যামিনী রায়, হেমেন মজুমদার, পাঞ্জাবের আবদুর রহমান চুগতাই, কলকাতা নিবাসী মহারাষ্ট্রের ভাস্কর বিনায়ক কারমারকার, বম্বের তালিম, ফাড়কে, মাদ্রাজের এলাভত্তি প্রমুখ বহু শিল্পীই জনসাধারণের কাছে প্রথম পরিচিতি লাভ করেন। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার শেষে ‘প্যালেট ওয়াশ’ নামে একটি ধারাবাহিক হাস্যরসাত্মক কলম থাকত। সর্বপ্রথম ভারতে এরকম রঙিন চিত্র সংবলিত চিত্রশিল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক সংকটের জন্য কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর ১৯২১ সালে এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। হেমেন্দ্রনাথ প্রকাশিত ইন্ডিয়ান মাস্টার্স নামে চিত্র সংগ্রহের অ্যালবামগুলির তুলনা নেই। এই অ্যালবামগুলিতে ভারতের

হেমেন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথ

প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পীর ছবি সংগৃহীত হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯২৯ সালে শিল্পী নামে একটি আর্ট জার্নালও তিনি প্রকাশ করেন এ সি মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায়, যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প নিয়ে আলোচনা ও লেখা ছাপা হত।

হেমেন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে বম্বে আর্ট একজিবিশনে কয়েকখানি ছবি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর আঁকা ‘স্মৃতি’ ছবিখানির জন্য তিনি প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ওই বছরেই কলকাতায় সোসাইটি অব ফাইন আর্টসের প্রথম প্রদর্শনীতে তাঁর ‘পল্লিপ্রাণ’ ছবিটিও পুরস্কৃত হয়েছিল। ‘বর্ণঝংকার’ এবং ১৯২৩–এ বোম্বাই প্রদর্শনীতে ‘কর্দমে কলম’ ছবি দুটি পুরস্কৃত হলে তাঁর খ্যাতি বিশেষ ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়

> তবে উৎকৃষ্ট কাজগুলি তিনি তেলরঙেই করেছিলেন। সিক্তবসনা সুন্দরীর চিত্রকর হিসেবেই হেমেন্দ্রনাথ সাধারণ দর্শক মহল পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

থেকেই নানা বাংলা মাসিক পত্রিকায় তাঁর আঁকা ছবি প্রকাশিত হতে থাকে এবং দিল্লি, মাদ্রাজ, বম্বে, শিমলা প্রভৃতি শহরে তাঁর ছবি পুরস্কৃত হয়। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সি আর দাশ প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর ছবি কিনেছিলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেও তাঁর কাছ থেকে বিশ হাজার টাকার ছবি কেনেন। কাশ্মীরের মহারাজা ১৯৩১ সালে হেমেন্দ্রনাথকে ছবি আঁকার জন্য সেখানে নিয়ে যান। তিনি সেখানে প্রায় একবছর অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি রাণী ও রাজপুত্রের ছবি আঁকেন। এরপর তিনি পাতিয়ালায় চলে যান। সেখানে মহারাজের দরবারে মাসিক দু–হাজার টাকা বেতনে রাজশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। পাতিয়ালার মহারাজের জন্য তিনি তিনটি ছবি দিয়ে একটি ‘পার্টিশন স্ক্রিন’ তৈরি করেন। পাতিয়ালায় থাকার সময় তিনি জয়পুর, যোধপুর ও বিকানির রাজদরবারে বহু ছবি এঁকে দিয়েছেন। পাতিয়ালায় তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। মহারাজা ভূপিন্দর সিং–এর মৃত্যুর পর তিনি বাংলায় ফিরে আসেন।

ভারতীয় শিল্পের অন্যতম প্রবক্তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক হলেও হেমেন্দ্রনাথের ছবির উপর তাঁর কোনো প্রভাব দেখা যায় না। হেমেন্দ্রনাথের বিষয় ভাবনা, ভাবপ্রকাশ ও রঙের প্রয়োগ সবেতেই একটি সম্পূর্ণ স্বকীয়তা দেখা যায়। তিনি মূলত বিষয়ভিত্তিক ছবি করতেন। যেখানে হিউম্যান ফিগারই মুখ্য বিষয় ছিল, বিশেষত নারীদেহ। তিনি জলরং, প্যাস্টেল, চক ও তেলরং সবগুলি মাধ্যমেই সমান পারদর্শী ছিলেন। তবে উৎকৃষ্ট কাজগুলি তিনি তেলরঙেই করেছিলেন। সিক্তবসনা সুন্দরীর চিত্রকর হিসেবেই হেমেন্দ্রনাথ সাধারণ দর্শক মহল পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ভারতীয় পদ্ধতির সমর্থকদের চিত্রাঙ্কনের অসংগতি দেখিয়ে এবং তেল রঙের কাজকে সমর্থন করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : ‘অতীত গৌরবের দৃষ্টান্ত যে জাত মুহুর্মুহু দেয় আর বর্তমান যে পঙ্গু সাজিয়া অজ্ঞতার আড়ালে মুখ লুকাইয়া বসিয়া থাকে; নিজে অক্ষম, দেশের অন্যান্যরা যদি কিছু আশার আলো আনে তবে সে আলো বৈদেশিক, তাহা সনাতন নয়, তাহা রীতিবিরুদ্ধ ইত্যাদি বলিয়া সে আলোকে ফিরাইয়া দিতে বলে—তাহারা মূর্খ। তাঁহারা অন্তরে ঠিক জানেন তৈলচিত্র অতি উচ্চাঙ্গের জিনিস— প্রকৃতির বিরুদ্ধতায় চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়, আরও ভালো জানেন নিজেরা তৈলচিত্র বা প্রকৃতি কোনোটাই চিত্রে প্রতিফলিত করিতে পারিবেন না— কারণ শিক্ষা করেন নাই। তথাকথিত ‘ভারতীয় পদ্ধতির’ শিল্পীরা না জানেন লাইট অ্যান্ড শেড না জানেন বর্ণসম্পাত’। এর থেকেই বোঝা যায় তেলরঙের প্রতি হেমেন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল। শিল্পকর্মকে জীবন্ত করার জন্য দেশি–বিদেশি যে কোনও উপকরণ গ্রহণযোগ্য বলে তিনি মনে করতেন।

১৯৪০ সালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ কালের শিল্পীদের জন্য চিত্রশিল্প ও চিত্রশিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থের পান্ডুলিপি রচনা করেন। এই বইয়ের তিনি নাম রেখেছিলেন ছবির চশমা এবং বইটি তাঁর স্ত্রীকে উৎসর্গ করেছিলেন। তবে অনেকের কাছেই সেটা অজানা ছিল। কারণ তাঁর জীবদ্দশায় সেটি মুদ্রিত হয়নি। তাঁর জীবনাবসানের বহু পরে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পরে ইডেন গার্ডেন্স–এর সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে তিনি দারুণ পরিশ্রমে নিজেরই জলরঙে করা পুরনো ছবি থেকে নতুন করে আঁকেন বেশ কয়েকটি বড়ো তৈলচিত্র। এই পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। অসুস্থ দেহে ‘কিয়োর অব অল ইলস্’ নামে চরকা চালনারত মহাত্মা গান্ধির এক তৈলচিত্র রচনাই তাঁর শেষ চারুকলা চর্চার নিদর্শন। ১৯৪৮ সালের ২২ জুলাই পার্ক সাইড রোডের বাসভবনে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

কালপুরুষের রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৮শে মে অবনীন্দ্রনাথ সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল ব্যান্ডেল থেকে ৩৫ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা কালপুরুষের ‘রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা’। অনুষ্ঠান বিকাল ৫টায় শুরু হওয়ার জায়গায় ৬টায় শুরু হল কারণ তার আগে সভাঘর ছিল প্রায় ফাঁকা। অবশ্য প্রথম বিকালে হঠাৎই গভীর বর্ষণ নামে, তার ফলে বহুজনই বোধহয় বিভিন্ন জায়গায় পথে আটকে যান। তবুও... ৬টা নাগাদ সভাঘর মোটামুটি অর্ধেক পূর্ণ হল। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তথা সংগঠনের কর্ণধার প্রণব চক্রবর্তীর স্বাগতঃ ভাষণ ছিল আন্তরিক। আবার তারই মাঝে অত্যন্ত খোলা মনে (প্রকৃতই খোলা মনের মানুষ) তাঁর আক্ষেপও প্রকাশ করলেন আজকের আসরে এত কমজনের উপস্থিতির জন্য। পরিষ্কার বললেন, ‘আমি মর্মাহত’... আবার পর মুহূর্তেই দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, তবে তাতে আজকের অনুষ্ঠানের মূল সুর হারিয়ে যাবে না— আজকের আসর হোক কালপুরুষের সাহিত্য সংস্কৃতির ঘরোয়া আড্ডা (একদম ঠিক!)... আরও ‘‘হোঁচট’’ ছিল যে দুই ‘বিশিষ্ট’ জনের সভার উদ্বোধন করার কথা ছিল তাঁরা আসলেন না (শ্রদ্ধেয় চক্রবর্তী মহাশয়কে কি তাঁরা শেষ মুহুর্তে তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ জানিয়েছিলেন?)। তবে তাতে কি? সঙ্গীত শিল্পী অদিতি রায় তাঁর স্বামী তীর্থঙ্কর রায় (সুবক্তা) ও তাঁদের ‘বিশেষ বালক’ পুত্র ধ্রুবকে সাথে নিয়ে মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন প্রণব চক্রবর্তী, এই ভাবেই শুভ উদ্বোধন (‘শুভ কর্ম পথে’) হল অনুষ্ঠানের আর এই বিশেষ মুহূর্তটি অলংকৃত হল উপস্থিত সকলের উষ্ণ করতালিতে (‘শ্রীমান’ কবিতাও বলল)... এরপর মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, হরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অভিজিৎ মান্না ও আলিপুরবার্তা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের বরিষ্ঠ সাংবাদিক। অভিজিৎ মান্না তাঁর বক্তব্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন— তাঁর মতে ‘ভালো মানুষ হলে তবেই ভালো লেখা তাঁর কলমে বেরোবে’। ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন তাঁর ভাষণে নানানভাবে এই সত্যটিই তুলে ধরলেন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দৈনন্দিন জীবনে অনেক পার্থক্য থাকলেও মনে তাঁরা ছিলেন এক এবং তা হল ‘মানবপ্রেমী’। পরে সুজিত কুমার সরদার ‘রবীন্দ্রনাথ–নজরুলকে নিয়ে একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন, যা ছিল আবেগ মথিত, দুই কবির বহু লেখার অংশবিশেষ উক্তি হিসাবে উল্লেখিত— কিছুটা ‘হারিয়ে যাওয়া’ বক্তব্যের মতন; তবে নিবন্ধটি কোনও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তখন পড়তে হয়ত ভালোই লাগবে।

এদিন সভায় কালপুরুষের সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। সভায় বহুজনের কবিতা প্রভৃতি শোনা গেল। ছিল কিছু সম্মাননা প্রদানও। তবে সারা সন্ধ্যার সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সেরা ‘প্রাপ্তি’ ছিল প্রণব চক্রবর্তীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের ‘আফ্রিকা’ কবিতাটির অনবদ্য আবৃত্তি শুনতে পাওয়া— তাঁর কণ্ঠস্বরের ‘মডিউলেশন’ লক্ষ্যনীয়। কিন্তু তারপরে আগে এক কবি যে তাঁর কবিতাটি শুনিয়ে গিয়েছেন সেটি আবার শ্রীচক্রবর্তীর পাঠের দরকার ছিল কি? কবি তো নিজেই সেটি আগে শুনিয়ে গিয়েছেন— তাতেই কবিতাটির বিষয় যা বোঝার সবাই বুঝে গিয়েছেন... এদিন সকলের আর এক প্রাপ্তি : হাতে পেয়ে যাওয়া বাটিতে কেক আর ডালমুট— কালপুরুষের অনুষ্ঠান আরও ‘ঘরোয়া’ হয়ে উঠল।

সুনিশ্চিতভাবে এদিন অনুষ্ঠান ছিল ‘এলোমেলো’। তবে সুদীর্ঘ পথ চলায় বহু সাহিত্য পত্রিকাকেই এইরকম দৃঢ়ভাবে কাঁটা মাড়িয়েই এগিয়ে যেতে হয়; সেটাই করছে কালপুরুষ— ‘কদম কদম বাড়ায়ে যা’

আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১ মে সন্ধ্যায় শৈলেন্দ্র সরকার স্কুলের জ্যোতি বিকাশ মিত্র হলে ‘‘স্টুডেন্ট হেলথ হোম ও নেহেরু যুব কেন্দ্রের ’’ যৌথ উদ্যোগে ‘‘বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস’’ উপলক্ষ্যে এক সভায় মোট ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন। ভাষণ দেন কো–অর্ডিনেটর শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি কে শ্রীবাস্তব, চন্দন নস্কর, অভয় ঘোষাল শচীপাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন ভলান্টিয়ার শুভম রায়গুপ্ত।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ জুন সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ‘‘ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের’’ উদ্যোগে ‘ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে’ এক ‘রক্তদান শিবিরে’ মোট ৯০১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন মন্ত্রী সাধন পান্ডে, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অতীন ঘোষ, সুজিত বসু, মালা সাহা, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস কুমার, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। যুগ্ম সম্পাদক শাশ্বত বসু জানান আগামী দিনে পূজার সাথে বিভিন্ন মহতী জনহিতকর কাজে অবতীর্ণ হবেন। অনুষ্ঠানে অসংখ্য জনসমাগম হয়।

সামাজিক কাজে ‘পুরনো খবরের কাগজ’

মানিক রায় : এবার সামাজিক কাজে মাধ্যম হয়ে উঠল বাড়ির ‘পুরনো খবরের কাগজ’। ফেলে দেওয়া জিনিসকে কাজে লাগানোর প্রয়াস শুরু হয়েছে অনেক দিনই। কিন্তু এভাবে সরাসরি কাজে উপস্থিত করা বোধহয় আগে দেখা যায়নি। এমনই একটি অভিনব কাজ করে ফেলল দেশবন্ধুনগর জনকল্যাণ সমিতি। উৎসব–অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সারাবছরই নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে বাগুইআটির এই অগ্রণী সংগঠন। আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের জন্য যেমন পুরনো পোশাক সংগ্রহ করার তাগিদে গড়ে তোলা হয়েছে ‘বস্ত্র ভান্ডার’ তেমনি মেধাবি ছাত্রছাত্রীদের পাশে দেখা মেলে এই সংগঠনের। স্বেচ্ছায় রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান শিবিরের পাশাপাশি দুঃস্থের চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেও দেখা যায়। হাসপাতালে রুগীদের ফল বিতরণের মতো মানবিক কাজেও এগিয়ে যায় জনকল্যাণ সমিতি।

সম্প্রতি ‘আপনার কন্যা–আমাদের কন্যা’ শিরোনামে এক অভিনব প্রয়াস সামাজিক কাজে যুক্ত করল বাড়ির ‘পুরনো খবরের কাগজ’কে। অঞ্চলের অসামর্থ পরিবারের মেয়ের বিয়েতে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন। প্রতিমাসের পুরনো খবরের কাগজ বাড়ি–বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে তারই বিক্রির টাকা এমন একটি সামাজিক কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য শ্যামল ভট্টাচার্য্য। সভাপতি নারায়ণ ভট্টাচার্যের কথায়, কাজ সফল হয়ে ওঠে অঞ্চলের মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায়। সারাবছর নানান কর্মকান্ডের কান্ডারী সংগঠনের সম্পাদক মানস ভট্টাচার্য বললেন, আমরা আরও অনেক কাজ করতে চাই। চাই মানুষের অসময়ের বন্ধু হয়ে পাশে থাকতে। নিত্য–নতুন পরিকল্পনা, তার রূপায়ণ এবং পরিচালনা তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় গণেশ সাহা, সুকুমার সাহা, রাজেশ সরকার, সমীর দত্ত, কাশী পালের মতো সমাজবন্ধু মানুষেরা নিঃস্বার্থভাবে পাশে থাকেন, অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রচেষ্টার সুফল বিলিয়ে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

হকিতে মাত, ক্রিকেটে কুপোকাৎ

হকিতে দুরমুশ পাকিস্তান

পাঁচুগোপাল দত্ত

ক্রিকেটে লজ্জার হারে খানিকটা মলম লাগালো ভারতীয় হকি দল। যেভাবে মনপ্রীত বাহিনী পাক ব্রিগেডকে ৭–১ ম্যাচে হারালো তা এদেশের স্মরণকালের মধ্যে সেরা জয়, এটা বলার জন্য কোনও

বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। একইসঙ্গে শাপমুক্তি ঘটল ৩৫ বছর আগের দিল্লি এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের হাতে ঠিক এই রকম ১–৭ হারা ম্যাচের। বস্তুত সেদিন যিনি ভারতীয় দলের গোলরক্ষা করছিলেন এই ম্যাচের পর থেকে তাঁর জীবনে নেমে আসে কালা দিন। রাস্তা ঘাটে যেখানেই বেরোতেন সমালোচকরা যেন ছিঁড়ে খেতেন নেগিকে। এই নেগির ট্র্যাজিক জীবন কাহিনী নিয়েই শাহরুখ খানের অভিনয় সমৃদ্ধ হয়েছে চাক দে ইন্ডিয়া। বলাবাহুল্য, তা সুপার–ডুপার হিটও করেছে। ভারতীয় দল পাকিস্তানকে ৭–১ হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর তাই নেগির চোখ দিয়ে নেমে এসেছে অশ্রুধারা। ৩৫ বছরের এই কলঙ্কমোচনের পর তাঁর পুরো বিল্ডিং যেন সজ্জিত হয়েছিল দীপাবলীর আলোতে। সকলকে মিষ্টি খাওয়াতেও ভোলেন নি নেগি সাহেব। তিন দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর এই অপেক্ষা যেন অহল্যার শাপমুক্তিকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনল। অল্টম্যানের কোচিংয়ে এদিনের ভারতীয় দল যেন প্রথম থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল বড় কিছু করে দেখানোর। এদিনের জয়ে তাই কৃতিত্ব কোনও একক তারকার নয়, বরং বলা যায় টিম এফোর্টের চূড়ান্ত নমুনা দেখা গেল এদিন। ভারতের হয়ে জোড়া গোল পেয়েছেন হরমনপ্রীত সিং, তলবিন্দর সিং ও আকাশদীপ সিং ত্রয়ী। অপর গোলটি প্রদীপ মোরের। পাকিস্তানের হয়ে স্বান্তনা গোল মহম্মদ উমর ভুট্টর।

ভারতীয় হকি দলের এই জয় এল এমন একটি দিনে যেদিন ব্যাডমিন্টনে কিদাম্বি শ্রীকান্ত ইন্দোনেশিয়া ওপেন জিতে ভারতীয় তেরঙ্গাকে আরও উচুতে তুলে ধরেছেন। শ্রীকান্ত সেমিফাইনালে এর থেকেও বড় প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিশ্বের সেরা তারকাকে হারান। ফাইনালে তার জয় নিশ্চিতই ছিল। তাও বিশ্বের ২২ নম্বর জাপানি তারকার বিরুদ্ধে দাপট অব্যাহত ছিল শ্রীকান্তের। কোনওরকম আত্মতুষ্টি কাজ করেনি তাঁর মধ্যে। জাকার্তার এই জয় নিয়ে টানা তিনটে টুর্নামেন্ট জিতলেন গোপীচন্দের এই সুযোগ্য ছাত্র। প্রকাশ পাড়ুকনদের সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে উঠে আসা তারকাকে নিয়ে তাই উৎসবমুখী গোটা দেশ। এর সঙ্গেই একটা প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করল, মাত্র ৮–১০ টা দেশের খেলা ক্রিকেট নিয়ে এত মাতামাতি করার থেকে ব্যাডমিন্টন, হকি, ফুটবল নিয়ে ভাবা অনেক বেশি জরুরি। এটা করতে পারলে তবেই ভারতীয় ক্রীড়া জগত পুরোপুরি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

একপেশে ম্যাচে পর্যুদস্ত বিরাট বাহিনী

অরিঞ্জয় মিত্র

একদিকে যখন দেশের হকি টিম ইংল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে ৭–১ —এ দুরমুশ করছে তখন ওভালের মাঠে একপেশে আত্মসমর্পণ করল ভারত। তাও সেই পাকিস্তানের হাতে যাদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে টিম ইন্ডিয়ার ট্র্যাক রেকর্ড অত্যন্ত ভালো। বিরাট কোহলির দল যে এভাবে গো–হারান হারতে চলেছে তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি কোনও ভারতীয় সমর্থক। তাই চিরশত্রুর কাছে হার মেনে নিতে না পেরে দেশ জুড়ে ভারতীয় তারকাদের ছবি জ্বালানো, বাড়ি ভাঙচুর প্রভৃতি তাণ্ডব চালাচ্ছে একদল উন্মক্ত মানুষ। বস্তুত যে ছবিটা গত কয়েক বছর পাকিস্তানি ক্রিকেট মহলে চোখে পড়ছিল সেই নির্মম চিত্র এখন সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের। অথচ টুর্নামেন্টের শুরুতে গ্রুপ লিগের ম্যাচে যেভাবে ভারত হেলায় হারায় পাকিস্তানকে তাতে মনেই হয়নি এই দিন আসতে চলেছে। তখন টুর্নামেন্ট যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল তাতে মনে হচ্ছিল ভারতের গ্রুপ থেকে অপর দল হিসেবে সেমিফাইনালে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা। সে গুড়ে কার্যত বালি ঢেলে দুম করে লিগের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দেয় পাকিস্তান। সেই শুরু। এরপর পাক গোলার মুখে পড়ে আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড একরকম মুখ থুবড়ে পড়ে। অন্য দিকে পাকিস্তানকে হারানোর পরেও বিরাট বাহিনী যেভাবে শ্রীলঙ্কার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাতে খানিকটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল। যদিও 'ডু অর ডাই' ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে ওঠে টিম কোহলি। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো দক্ষিণ আফ্রিকা পরের পর ম্যাচ হারার মাশুল দিলেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া কিন্তু বৃষ্টি ভাগ্যে ছিটকে যায় এই টুর্নামেন্ট থেকে। যাক তুলনামূলকভাবে দুর্বল বাংলাদেশকে সেমিতে পেয়ে ভারত পুরো কতৃর্ত্ব নিয়ে খেলে তাদের দুমরে দেয়। এই পর্যন্ত পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল অপর দিক থেকে ফাইনালে যেই উঠুক, উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতের জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

এখানেই বড় ভুলটা হয়েছিল। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ৩২০ রান তুলেও ভারত হেরেছিল। ভারতীয় বোলিংয়ের দুর্বলতা বেআব্রু হয়ে গিয়েছিল সেদিনও। কার্যত ভুবনেশ্বর কুমার, বুমরা, অশ্বিন, জাদেজা ছাড়া বোলার বলতে সেই কখনও কেদার যাদব বা পাণ্ডিয়া। কিন্তু এই দুজন স্টপ গ্যাপ বোলারের সমস্যা হল কখন তাঁরা কামাল করবেন, আর কখন সুপার ফ্লপ মারবেন তা বোঝা বড় দায়। এই বোলিং নিয়েও ভারত ভেবেছিল সাম্প্রতিক ফর্মের নিরিখে তারা তুড়ি মেনে উড়িয়ে দেবে পাকিস্তানকে। গ্রুপ লিগের পাকিস্তান আর ফাইনালের পাকিস্তানের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ সেটাই বোধোগম্য হয়নি টিম ইন্ডিয়ার। টস জিতে বাংলাদেশ ম্যাচের মতোই এদিনও পাকিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠান বিরাট। তাঁর হয়তো চিন্তা ছিল বৃষ্টি আসলে রান চেজ করা সুবিধা। বাংলাদেশ ম্যাচ এই ফর্মুলায় উতরেও গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন একটা শিক্ষা বাংলার টাইগাররা দিয়েছিল ঝড়ের গতিতে প্রথম ২৬ ওভারে রান তুলে ভারতকে চিন্তায় ফেলে। কুলদীপ যাদবের ভেলকি সেদিনকার মতো ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। রোজ রোজ যে এরকম জাদু চলবে না এটা বিরাটের বোঝা উচিত ছিল। সেই কোহলিবাবু কি করলেন? না টস জিতে পাকিস্তানকে পাঠিয়ে দিলেন পাটা উইকেটে খেলতে। ব্যস, আর যায় কোথায়। 'পড়ে পাওয়া সুযোগ'–এর ষোলো আনা সদ্ব্যবহার করল পাক বাহিনী। যদিও ভাগ্যদেবীও যে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে নেই তাও বোঝা গিয়েছিল উইকেট নেওয়া বল টিভে রিপ্লেতে 'নো' বল হয়ে যাওয়ায়। ওখান থেকেই যেন বোঝা যাচ্ছিল এই ম্যাচ ভারতের নয়। তারপর কোহলির অধিনায়কত্বও এদিন দারুণ হতাশ করল। পাশে লাকি ক্যাপ্টেন ধোনি থাকা সত্ত্বেও বিরাট তাঁর বিন্দুমাত্র পরামর্শ নিয়েছিল কি না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় কথা পাক ওপেনাররা যখন ক্রমাগত রান তুলে যাচ্ছে, আস্কিং রেট ৬ র ওপরে রেখে দিয়েছে তখনও দেখা গেল এক এন্ড থেকে সেই এক বোলারকে দিয়ে বল করাচ্ছেন বিরাট। মাঝে ব্রেক এনে বোলিং চেঞ্জ করার ধারকাছ দিয়েও গেলেন না ভারত অধিনায়ক। তাঁর অধিনায়ক কেরিয়ারের সবচেয়ে খারাপ ম্যাচটা যেন এদিন খেললেন বিরাট। সোজা কথায় কুৎসিত ক্যাপ্টেনশিপ করলেন। ক্যারিবিয়ানদের তাঁদের মাটিতে পর্যুদস্ত করা, কিউই, অজি ও ইংরেজদের দেশের মাঠে পরের পর সিরিজ হারানো বিরাট নয়, এদিন সাম্প্রতিক আইপিএলের বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্সের সেই ভীরু অধিনায়ক যেন ভর করেছিল কোহলির মধ্যে।

এত কিছুর পরেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার জন্য পাক বাহিনীকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। অস্থিরতায় ভরপুর একটা দেশ, ক্রিকেটে ক্রমশ তলিয়ে যাওয়ার বাতাবরণ সেখান থেকে যেভাবে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স জিতল বাবর–রা তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাক ক্রিকেটে কার্যত একটা ব্রেক এনে দিল এই জয়। আগামী দিনে পাকিস্তান ফের আগের মতো সুপার পাওয়ার হয়ে উঠতেই পারে ক্রিকেটে।

মহারাষ্ট্রে ক্যারাটেতে ব্রোঞ্জ জয় সৌমিতার

রিম্পি ঘোষ: মহারাষ্ট্রের খান্ডালাতে আয়োজিত জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে বাংলার উঠতি খেলোয়াড় সৌমিতা পাল। এইবছরই খান্ডালাতে আয়োজিত জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সৌমিতা। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্রী সৌমিতা ব্রোঞ্জ জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছে। অথচ মাত্র ২ বছর আগে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি সৌমিতার। কোচ তারকবাবু জানান, খুব অল্পদিন প্রশিক্ষণ নিলেও একাগ্রতা, অধ্যাবসায় ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য সৌমিতার এই সাফল্য বলে তারকবাবু মন্তব্য করেন। মাত্র দু বছরের প্রশিক্ষণেই কোন্নগর হাইস্কুলে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতে রূপো (২০১৬সাল), ওই বছরই আন্তঃ রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে বিভাগে ব্রোঞ্জ , আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা বিভাগে রূপো (২০১৬), ওই বছরের শেষের দিকে কটকে আয়োজিত আন্তঃরাজ্য কানিনজুকো ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতে ব্রোঞ্জ, কোন্নগর মধ্যাঞ্চল সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল –এর ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে বিভাগে সোনা, এই বছর গোড়ার দিকে দমদমে আয়োজিত জেলাস্তরের আন্তঃ ক্লাব প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই ব্রোঞ্জ (২০১৭ সাল), কোন্নগর মিলন সংঘ আয়োজিত ইন্ট্র্যা ক্লাব ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই ব্রোঞ্জ (২০১৭ সাল),

কোন্নগর মহাদেশ পরিষদ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে দুটো বিভাগেই ব্রোঞ্জ, শ্রীরামপুরে আয়োজিত মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতায় কুমিতে বিভাগে সোনা ও কাতায় রূপো (২০১৭ সাল) ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে সৌমিতার ঝুলিতে। এবার জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সৌমিতা।

উত্তরপাড়ার মাখলা দেবেশ্বরী বিদ্যায়তনের প্রাক্তন ছাত্রী সৌমিতা বর্তমানে বেলুড় লালবাবা কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে (সাম্মানিক) স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় বি.কম পাশ করে ইগনু থেকে এম.কম নিয়ে পড়াশোনা করছে। ২৩ বছরের সৌমিতা সম্প্রতি খান্ডালায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে ক্যাম্পে ক্যারাটেতে সর্বোচ্চ পর্যায় ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে। ক্যারাটের পাশাপাশি সৌমিতা ইতিমধ্যেই পর্বতারোহী সুব্রত চক্রবর্তী ও গৌতম ঘোষের তত্ত্বাবধানে পর্বতারোহনের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ক্যারাটেতে তার আদর্শ কে এই প্রশ্নের উত্তরে সৌমিতার চটজলদি উত্তর,'' প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তী আমার আদর্শ। তাঁদের মতোহতে চাই।'' মেয়ের চোখে যখন এতবড় স্বপ্ন তখন সেই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম অবস্থা বাবা সমর পাল ও মা কল্যানী পালের। উত্তরপাড়া শখেরবাজারে বাবা সমর পাল ও মা কল্যানী পালকে নিয়ে সৌমিতার ছোট পরিবারের বাস। সৌমিতার বাবা সমর পালের ছোট একটি দশকর্মার ব্যবসা আছে। মাটির হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি বিক্রি করে তাঁর দিন গুজরান হয়। দৈনন্দিন জীবনে অভাবের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় তাঁদের। সৌমিতা জানায়, একটা চাকরি প্রয়োজন। চাকরি করার পাশাপাশি ছেলে – মেয়েদেরকে ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণ দিতে চাই।

সনি নর্ডিকে রাখতে পারছে না বাগান

কমল নস্কর : গত কয়েক বছরে মোহনবাগান আর সনি নর্ডি যেন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। ব্যারেটো চলে যাওয়ার পর পাল তোলা নৌকার ভার নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছিলেন এই হাইতিয়ান তারকা। কিন্তু ক্লাব সভাপতি পদ থেকে টুটু বসুর ইস্তফার পর খুব সম্ভবত আর সনিকে নিজেদের বাগানে ধরে রাখতে পারছে না সবুজ–মেরুন। কারণ খুব পরিস্কার, অর্থাভাব। যে বিপুল পরিমাণ টাকা সনির জন্য গুণতে হয় তা টুটু বিহীন বাগানের পক্ষে খরচ করা মোটেই সম্ভব নয়। অতঃপর এই হাইতিয়ানকে ছাড়াই খুব সম্ভবত দল গড়তে হবে গড়ের মাঠের জাতীয় ক্লাবকে। যদিও ফেডারেশন কাপের পর দেশে ফিরে যাওয়ার আগে সনি বলেছিলেন ভারতে খেললে তিনি মোহনবাগানেই খেলবেন। তাঁর গলায় শোনা গিয়েছিল ক্লাবের প্রতি তাঁর ভালোবাসার অনুরণন। কিন্তু কম টাকায় তিনি যে কখনই বাগানে খেলবেন না এই বার্তাটাও স্পষ্ট। যতই বাগানের প্রতি তাঁর আবেগের কথা বলুন না কেন, পেশাদার সনির পক্ষে কখনই 'ঘরের ছেলে' হয়ে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করা সম্ভব নয়।

এমনিতে বাজারে যা খবর তাতে সনি নর্ডির সামনে তুরস্কের একটি ক্লাবের বিশাল টাকার অফার রয়েছে। বাগানে সেট হয়ে যাওয়া ও সাপোর্টারদের হৃদয় জয় করা সনি ভেবেছিলেন সবুজ–মেরুন কর্তারা এর কাছাকাছি অঙ্ক ধরালেও তিনি থেকে যাবেন। টুটু বাবুর ইস্তফা সব কিছু দিল মাটি করে। তাই সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্তের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নর্ডিকে সম্ভবত বাগান আর ধরে রাখতে পারছে না।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

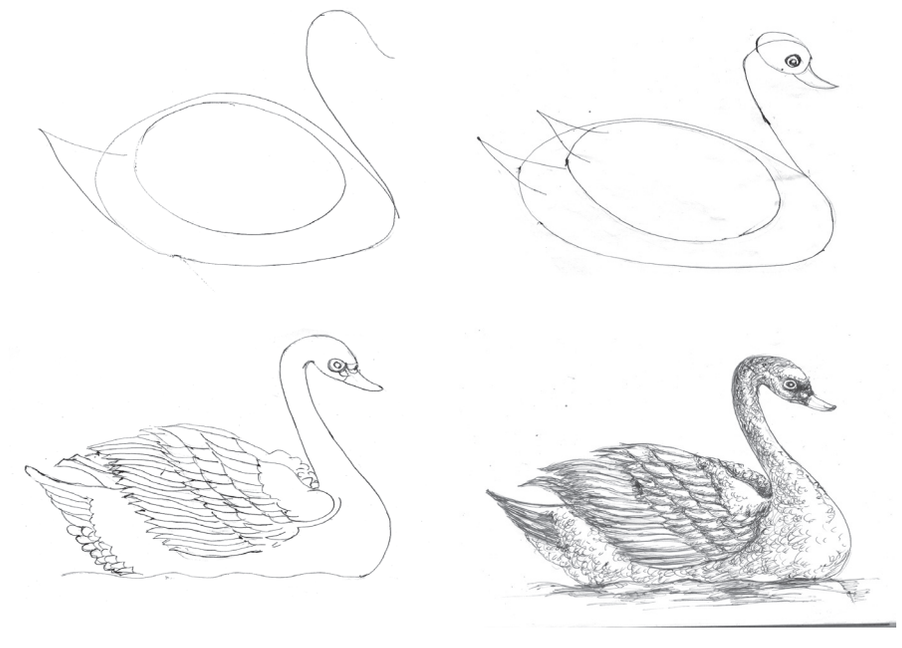

জানা অজানা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পোষা কুকুরের নাম কি ছিল?

কুকুরের নাম ভোলা। ভোলা শরৎচন্দ্রকে নিজের গন্ডীতে আকরে থাকার জন্য প্রভুর পায়ে লুটোপুটি খেত, ছাড়তে চাইত না। কিন্তু ভবঘুরে শরৎকে তো বেঁধে রাখা যায়না। এর জন্য বিচ্ছেদের রেখা তৈরি হতো তা শরৎকে শূল বেদনার মতো যন্ত্রণা দিত। এই যন্ত্রণার বেদন সুর তাঁর সাহিত্যের কলম থেকে নানাভাবে বেজে উঠেছে।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

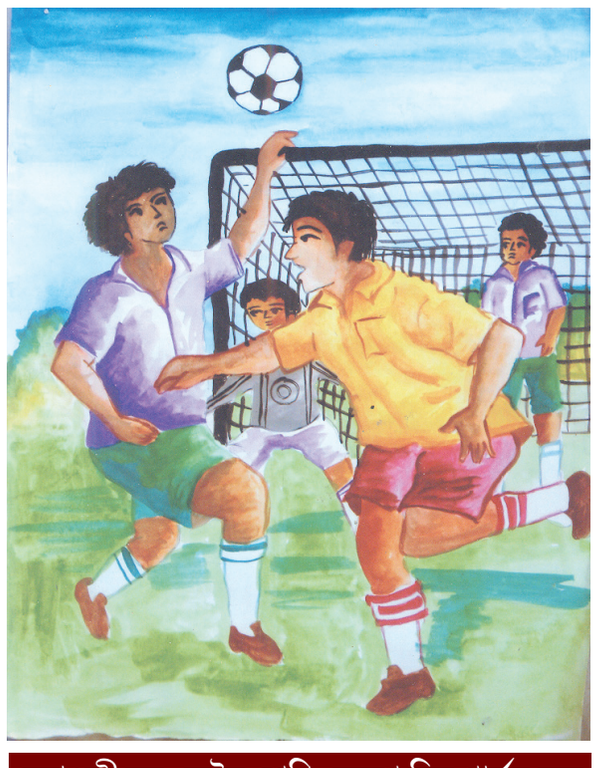

দেবাঞ্জলী দত্ত, অষ্টম শ্রেণি, রমেশ মিত্র গার্লস স্কুল

আপনি কি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে প্রতারণার শিকার?

আপনার স্বাস্থ্য যন্ত্রণার কথা নাম ঠিকানা সহ আমাদের জানান।

আমরা তুলে ধরব প্রতিকারের আশায়।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com